শ্রীশ্রীহরিনামামৃত।
শ্রীশ্রীচরণরেণুপ্রার্থী
শ্রীতারিণীচরণ হালদার।

শ্রীশ্রীহরিনামামৃত।

বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ ও টীকা সম্বলিত।)

"আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥
বামন হঞা চন্দ্র ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম, পঃ)

"বৈষ্ণবদাসানুদাস"

শ্রীতারিণীচরণ হালদার

সংগৃহীত।

"শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী" পত্রিকার সম্পাদক
শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক
জেলা হুগলী, এলাটী পোঃ, আনন্দাশ্রম হইতে
প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৪।

সুলভ মূল্য ১৷০ স্থলে ৷৷৵০ দশ আনা, ডাঃ মাঃ ৵০ দুই আনা।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
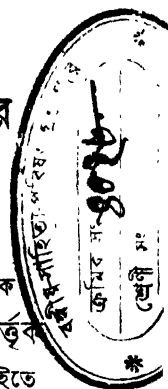
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ-

র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৫ম অঃ, ৩১ শ্লোক)।

কলিকাতা ;

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, "গ্রেট ইডিন প্রেসে"

এস, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।
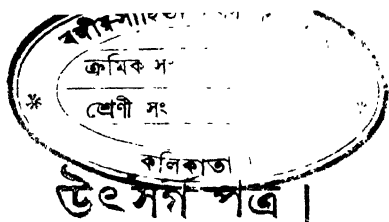
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার

কার্য্যপতি, বৈষ্ণব-সভা-বিভূষণ, "সজ্জনতোষণী"

পত্রিকার সম্পাদক, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম

সংস্থাপক, বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ

প্রণেতা, গৃহস্থ-বৈষ্ণব-

কুলতিলক

"ব্রজবনাভিন্ন শ্রীশ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমানন্দ সুখদকুঞ্জ-নিবাসী"

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভু কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

এম, আর, এ, এস, মহোদয়ের শ্রীকরকমলে

এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভক্তি-গ্রন্থখানি ভক্তি-

সহকারে প্রদত্ত হইল।

ওঁ

শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

সংসার-সাগরে নিমজ্জিতাধম-সেবক

শ্রীতারিণীচরণ হালদার।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় ভক্তবৈষ্ণব-গণের শুভাশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত" আজ বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইল।

ভুবনমঙ্গল শ্রীশ্রীহরিনামই কলিযুগের মূলমন্ত্র এবং দুরিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক্ষীণায়ু কলির জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া এই সুমধুর প্রেমরস মণ্ডিত শ্রীশ্রীহরিনামের মহিমা মাধুরী উপলব্ধি করিতে অনেককেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; এই অভাব মোচন উদ্দেশ্যেই আমি অযোগ্য হইয়াও যথাসাধ্য নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ সঙ্কলিত করিয়া এই "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত" গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিলাম। ইহাতে মহাপ্রভুর "শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার" "নামনামী অভেদ" "শ্রীশ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য" "নাম স্মরণ মাহাত্ম্য" "শ্রবণ মাহাত্ম্য" "জপ মাহাত্ম্য" "শ্রীশ্রীহরিভজন মাহাত্ম্য" ও "কীর্ত্তন কাহাকে কহে"? "কিরূপে নাম কীর্ত্তন করিতে হয়?" দশ প্রকার নামাপরাধের পৃথক পৃথক বিচার" এবং অপরাধ মোচনের উপায় প্রভৃতি বিশদভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে আমার স্বকপোল কল্পিত কোন মত স্থান পায় নাই।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীহরিদাস-ঠাকুরের কৃপায় বেশ্যার উদ্ধার, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বৈরাগ্য, অজামিল ব্রাহ্মণের উদ্ধার, শ্রীশ্রীনারদের বৈষ্ণবত্ব, শ্রীজগাই মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, আমি ভজন-সাধন-বিহীন অনভিজ্ঞ জীবাধম। ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে অনধিকারী; সুতরাং এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। অধিকন্তু ক্রমভঙ্গ,

অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি বিবিধ ত্রুটী পদে পদে ঘটিবার সম্ভাবনা। এবং গ্রন্থখানি অতি অল্পকালের মধ্যে রচিত ও মুদ্রিত হওয়ায় ক্ষিপ্রতা প্রযুক্ত অনেক ভ্রম প্রমাদাদি লক্ষিত হইতে পারে। তবে "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত" যেমন ভাবেই সংগৃহীত হউক তাহা আপন গুণে ভজন রসিক ভক্তভৃঙ্গমাত্রেরই প্রাণারাম ও প্রীতি-জনক। এই ভরসাতেই আমি ইহা সহৃদয় ভক্তবৃন্দের করকমলে অর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে এই শ্রীগ্রন্থখানি পাঠে ভক্ত পাঠকগণের কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ হইলে বা বৈষ্ণব-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া সুখী হইব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জেলা হুগলী, পোঃ এলাটী নিবাসী "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" পত্রিকার সম্পাদক ভক্তিভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহোদয় এই শ্রীগ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই অসামান্য অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রীতি ভক্তির সহিত চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম; এবং যে সকল ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণের গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু প্রমাণ প্রয়োগার্থ এই শ্রীগ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছি তাঁহা-দের নিকটেও অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত আজীবন ঋণী রহিলাম।

"শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত" ও "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃত নামে আমার রচিত ও সংগৃহীত দুইখানি ভক্তিগ্রন্থ আছে, ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ পাইলে তাহা শীঘ্রই মুদ্রিত করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। নিবেদনমিতি।

কোদালধোয়া,
"নবকৃষ্ণাশ্রম"
পোঃ বাকাল, বরিশাল।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৪।

"বৈষ্ণবদাসানুদাস"
শ্রীতারিণীচরণ হালদার।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পত্রাঙ্ক।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

—:০:—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীহরিনামামৃত।

মঙ্গলাচরণম্।
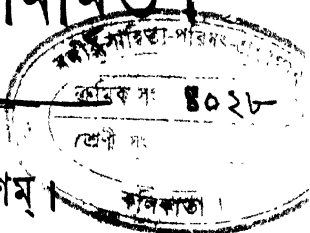
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশ মীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চতচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ সন্দৌতমোনুদৌ॥

(১)

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয় জয় অদ্বৈত গোসাঞি।
জয় স্বরূপ রামানন্দ, সার্ব্বভৌম শিবানন্দ,
শ্রীরূপ সনাতন দু-ভাই॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাসভট্ট,
নীলাম্বর শ্রীঈশ্বর পুরী।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, পুরীরাজ গজপতি,
কর্ণপুর ঠাকুর নরহরি ॥
গদাধর হরিদাস, বীরভদ্র গঙ্গাদাস,
শ্রীবল্লভাচার্য্য সনাতন।
শ্রীমুরারী কাশীশ্বর, বনমালী শ্রীশ্রীধর,
শ্রীল্লবৃন্দাবন শ্রীলোচন ॥
শ্রীবাস পুরুষোত্তম, কৃষ্ণদাস নরোত্তম,
মুকুন্দদত্ত শিখিমাইতি।
ধনঞ্জয় বক্রেশ্বর, জগদীশ শুক্লাম্বর,
শ্রীচন্দ্রশেখর প্রভৃতি ॥
শ্রীগৌর ভক্তগণে, প্রণমি সযতনে,
এ দীনে কর কৃপাদান।
দেহাবসানাবধি, বদনে নিরবধি
গাই যেন হরিগুণ গান ॥

(২)

ইদানিং ভক্ত পাশে, গললগ্নী কৃতবাসে,
করপুটে করি নিবেদন।
পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে, জন্মেছি মানবকুলে;
হেন জন্ম গেল অকারণ ॥
হরিনাম বিনে ভাই, জীবের অন্য গতি নাই,
যাগযজ্ঞ কলিতে নিষ্ফল।

যেই নাম সেই হরি, বল দিবা বিভাবরী,
ঘুচে যাবে ভবের জঞ্জাল॥
যে নামেতে মত্ত হর, শিরে ধরি বিষধর,
শ্মশানেতে করেন ভ্রমণ।
যাঁহার নামের বলে, সলিলেতে ভাসে শীলে,
পঙ্গু করে পর্ব্বত লঙ্ঘন॥
বৃদ্ধ দ্বিজ ব্যাধিক্লেশে, পুত্রে ডাকি নামাভাসে,
অজামিল উদ্ধার হইল।
যে নামেতে করি বল, প্রহ্লাদ খে'ল হলাহল,
করী পদাঘাতে না মরিল॥
যে নামেতে রত্নাকর, জগতের রত্নাকর,
মহারত্ন রামায়ণ রচিল।
পাপ করি অগণন, যে নাম করি শ্রবণ,
জগাই মাধাই মুক্ত হ'ল॥
সেই হরিনাম সুধা, পানে যায় ভবক্ষুধা,
কিন্তু মোর নাই ভক্তিবল।
আমি অতি দুরাচার, বিদ্যাবুদ্ধিহীন ছার,
বৈষ্ণবের চরণ সম্বল॥
ভক্ত কৃপা নাহি যারে, সে যদি বিপদে পড়ে,
হরি কভু নাহি করে ত্রাণ।
ভক্ত যারে কৃপা করে, সবে তারে সমাদরে,
শুভদৃষ্টি করে ভগবান্॥

অতএব ভক্তগণ, আমি অতি অকিঞ্চন,
হরিনামামৃত রচিবারে।
আমি ত ভক্তের দাস, যেন পূর্ণ হয় আশ,
ভক্ত কৃপাবলেতে অচিরে॥
পূর্ব্ব বঙ্গে বরিশাল, অতি মনোরম স্থল,
গৌরনদী থানারান্তর্গত।
কোদালধোয়া গ্রামে ধাম, নবকৃষ্ণ গুণধাম,
হালদার বংশ সমুদ্ভুত॥
সেই নবকৃষ্ণ সুত, গঙ্গাচরণ গুণযুত,
তস্যাত্মজ তারিণীচরণ।*
"শ্রীশ্রীহরি নামামৃত," রচিতে একান্ত চিত্ত,
কর হরি বাসনা পূরণ॥

---

* গ্রন্থকার অতি দৈন্যোক্তির সহিত বলিয়াছেন যে, "আমার পিতামহ ও পিতাঠাকুর মহাশয় গুণবান্ ও ভগবদ্ভক্ত। আমি তাঁহাদের সেই নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণববংশে মহা পাষণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রতি কি শ্রীহরির করুণা হইবে? আমি কি এই "শ্রীহরিনামামৃত" লিখিতে সমর্থ হইব"। ইতি ভাব।

শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার।

ধ্যায়ন্‌কৃতে যজন্‌ যজ্ঞৈ ত্রৈতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্‌॥

বিষ্ণু পুরাণ, ষষ্ঠ অংশ।

কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণু স্ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দ্বাপরে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাদ্বারা যে ফল পাওয়া যাইত, কলি-যুগে কেবল মাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনেই সে ফল লাভ হয়, কেন না ?—

দান ব্রত তপ তীর্থ ক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যাস্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেব মহতাং সর্ব্ব পাপ হরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞান সাধ্যস্ত্ব বস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥

স্কন্ধ পুরাণ।

দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা যে সমুদয় পাপ দূর হয়, দেবতা ও সাধুগণের সেবার দ্বারা যে সকল পাপ ক্ষয় হয়, রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান ও

অন্যান্য আত্মবস্তু লাভে যে সকল পাপ দূরীভূত হয়, শ্রীহরি সেই সকল মঙ্গলদায়িনী শক্তি আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনার নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন।

সেই সর্ব্ব শক্তিময় সুমধুর শ্রীশ্রীহরি নামবিতরণ করিয়া কলি কবলিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই—

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

স্বয়ং ভগবানই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হ'ন। ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এতদিন যে মহারত্ন, মুনিঋষিগণ কঠোর তপস্যা দ্বারাও লাভ করিতে সমর্থ হ'ন নাই, স্বয়ং ভগবান সেই চিরানর্পিত প্রেমধন অকাতরে দান করিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যাঁহার যে বস্তু সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার সেই ধন অকাতরে দান করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্যই স্বয়ং ভগবান প্রেমধন বিতরণের জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হ'ন। যথা :—

"তারিতে জগতে, শচী গর্ভ হৈতে, ৪
চৌদ্দশত সপ্ত শকে।
শ্রীচৈতন্য হরি, স্বয়ং রূপ ধরি,
অবতীর্ণ হৈলা লোকে ॥"

মনঃসন্তোষিণী।

নবদ্বীপ* মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ ৫

শ্রীভক্তিরত্নাকর ॥

স্বয়ং ভগবান্ (জাহ্নবী বেষ্টিতা চতুর্যোজন পরিধির অন্তর্গতঃ নববিধ ভক্তির পীঠ সদৃশ অন্ত, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র, এই নয়টী দ্বীপ বিরাজমান আছেন, তথায় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে) শ্রীশ্রীমায়াপুর নামক স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী রত্নগর্ভা নীলাম্বর নন্দিনী শচীদেবীর গর্ভে জীবনিস্তারের

---

* নবদ্বীপ যথা—মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন :—
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নব খণ্ড স্বরূপকম্।
যত্র বৈ রাজতে নিত্যং শ্রীগৌরসুন্দর হরিঃ ॥

জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ কলির প্রথম সন্ধ্যায় চন্দ্র গ্রহণের কালে জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের সহিত শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ও প্রচার করিবার জন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, শ্রীবাস, শ্রীধর, মুরারি, মুকুন্দ ও রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ উপযুক্ত স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে নগরে নগরে অতি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীহরি নাম কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের মুখে মধুমাখা হরিনাম শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য পশুগণও "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিয়াছে। যথা :—

"প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কহ' ব্যাঘ্র উঠিলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিলা॥
ময়ুরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈয়া॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥

অন্তঃর্দ্বীপ তথা দেবি সীমন্তদ্বীপসঙ্গকম্।
গোদ্রুমদ্বীপ সঙ্গোহন্যমধ্যদ্বীপ তথাপরঃ॥
গঙ্গা পূর্ব্ব তটে রম্যে দেবি দ্বীপ চতুষ্টয়ম্।
কোলদ্বীপ ঋতুদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ সুরেশ্বরি॥
মোদদ্রুম তথা রুদ্র পঞ্চৈতে পশ্চিম তটে॥

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র।

ঝারি খণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহাপ্রভু জগতে শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার করিবার জন্য অতি বৃদ্ধা জননী শচীদেবী, পরিণীতা তরুণী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং হরি শ্রীহরিনামে উন্মত্ত হইয়া দীনাতিদীন কাঙ্গালের বেশ ধারণ করতঃ অনশনে, অনিদ্রায়, জীবের দ্বারে দ্বারে উপনীত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অযাচক, অস্পৃশ্য যবন, চণ্ডাল* প্রভৃতিকেও শ্রীশ্রীহরিনাম দান করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব-কবি প্রেমদাস বলিয়াছেন :—

"দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া, হৃদয় শোধিল,
যাচিয়া যে ঘরে ঘরে॥

---

* চণ্ডাল যথা :—

ব্রহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিত জার-দোষতঃ।
সদ্যঃবভূব চণ্ডালঃসর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড।

ভব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, দুর্ল্লভ যে ধন,
ভুবনে ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া,
বাজাইল করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাঁকিয়া, খোল করতালে,
গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়া,
কপাট হানিল দ্বারে॥"

মনঃশিক্ষা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হরিনাম বিতরণ সম্বন্ধে শ্রীশিবানন্দ সেনের একটী পদ শুনুন্ঃ—

"অখিল ভুবন ভরি, হরিরস-বাদর,
বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে।
ভক্ত চাতক যত, পিব পিব অবিরত,
অনুক্ষণ প্রেম-জল মাগে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি, মেঘের জনম তথি,
সেই মেঘে করিল বাদর।

উচ্চ নীচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল,
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র,
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত, তারা হৈল ভাগবত,
বাড়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালী॥"

শ্রীপদকল্পতরু।

শ্রীশ্রীহরিনাম দিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে জগৎবাসী যাবতীয় জীবকে প্রেমে উন্মত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? অদ্যাপিও শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবার সময় শুদ্ধ ভক্তের—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হয় পুলক শরীর।
প্রেমানন্দে আনন্দ নয়নে বহে নীর॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান এক। পরম ভাগবত মহারাজ কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

"গৌর নাম হরিনাম একই যে হয়।
ভাগবত-বাক্য এই কভু মিথ্যা নয়।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন অভেদ, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, ও অদ্বৈতপ্রভুও তেমনি এক। যথা :—

"গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ, অদ্বৈত পরমানন্দ,
তিন প্রভু একতনু মন।
ইথে ভেদবুদ্ধি যার, সে যাউক ছারখার,
তার হয় নরকে গমন।"

শ্রীপদকল্পতরু।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"নিতাই পদকমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিয়া সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাশরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ নিতাইর চরণ দু'খানি॥"

শ্রীনরোত্তমঠাকুরের প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আরাধনাতেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হ'ন। এই জন্যই বৈষ্ণব-কবি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"অদ্বৈতের করুণায়, জীবে প্রেমভক্তি পায়,
চৈতন্যের পাদপদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈতচাঁদে, পড়িয়া মায়ার ফাঁদে,
পাইয়া সে না ভজিনু হেলে॥"

শ্রীপদকল্পতরু।

শ্রীগৌরচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীহরিনাম বিতরণ সম্বন্ধে আর একটী মধুর পদ বলিতেছি :—

"প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে, অদ্বৈত তরঙ্গ তাথে,
চৈতন্য-বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিছে ঢেউ, স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ,
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥
ডুবিল যে নাগলোক, নরলোক সুরলোক,
গোলোক ভরিল প্রেম-বন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ হাসে কেহ ধায়,
বিশেষ ধরণী হৈল ধন্যা॥"

শ্রীপদকল্পতরু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম বিতরণ সময় জীবগণকে যে সুমধুর উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যপতি, বিশুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ প্রণেতা "সজ্জনতোষণী" পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ, এম, আর, এ, এস, মহোদয়ের রচিত নিম্নলিখিত গানটীর ভাব মনে রাখিয়া আমাদের সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

নগর কীর্ত্তন।

গায় গোরা মধুর স্বরে ;
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

গৃহে থাক বনে থাক,
সদা হরি বলে ডাক,
সুখে দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কররে।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে,
আছ মিছা কাজ লয়ে,
এখন চেতন পেয়ে,
রাধামাধব নাম বলরে॥
জীবন হইল শেষ,
না ভজিলাম হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদ উপদেশ,
একবার নামরসে মাতরে॥
একবার ভাব মনে,
আশা বশে ভ্রমি হেথা,
পাবে কি সুখ জীবনে ;
কে তুমি কোথায় ছিলে,
কি কারণে হেথা এলে,
কিবা কাজ করে গেলে,
যাবে কোথা শরীর পতনে।
কেন সুখ দুঃখ ভয়,
অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয় পরাজয়,
ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অন্যজনে॥

ভকতিবিনোদ কয়,
করি গোরা পদাশ্রয়,
চিদানন্দ রসময়,
হও রাধাকৃষ্ণ নাম গানে ॥

রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই,
এই শিক্ষা দিয়া সব নদীয়া,
ফিরচে নেচে গৌর-নিতাই,
মায়া বশে যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবু ডাবু ভাই,
জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত আর দুঃখ নাই ॥

কৃষ্ণ বলবে যবে, পুলক হবে,
ঝরবে আঁখি বলি তাই,
রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই,
যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ,
বলে যখন ও নাম গাই ॥

শ্রীশ্রীহরিনাম ও হরি অভেদ।

শ্রীশ্রীহরিনাম সাধন, কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীহরিনাম কি বস্তু তাহা বিশুদ্ধ-নাম-পরায়ণ ভক্তবৃন্দের জানিয়া

লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীহরিনাম ও শ্রীশ্রীহরি এক। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীহরিনাম পরায়ণা মহা বৈষ্ণবী শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবী বলিয়াছেন :—

"চিন্ময় কৃষ্ণের নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
প্রকাশিয়া আনন্দ বিলায়।
রূপ গুণ প্রকাশিয়া, লীলা মধ্যে যায় লৈয়া,
নব নব মাধুর্য্যে ডুবায়॥
কৃষ্ণনাম সাধ্য সার, অন্য সাধ্য নাহি আর,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম চিন্তামণি।
এ হেন অপূর্ব্ব নাম, মদনমোহন শ্যাম,
নামরূপে কৃষ্ণ গুণমণি॥"

সজ্জনতোষণী ১১ বর্ষ।

শ্রীলালদাস বাবাজী বলিয়াছেন :—

নামে ভগবানে হয় একই সমান।
তথাপিও নাম শীঘ্র করে ফল দান॥

শ্রীভক্তমালগ্রন্থ।

পরম ভাগবত শ্রীলোচনদাস বলিয়াছেন :—

আপনি ঠাকুর নামরূপী ভগবান।
কলিকালে সর্ব্বশক্তিময় হরিনাম॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

হরিনাম চিন্তামণি চিদ্রস স্বরূপ।
পূর্ণ জড়াতীত নিত্য কৃষ্ণ নিজরূপ॥

শ্রীভজন রহস্য।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীলালদাস বাবাজী বলিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি সর্ব্ব ফলদাতা।
পূর্ণ চৈতন্য রস কৃষ্ণে অভিন্নতা॥
নিত্য মুক্ত নির্গুণ পরাৎপর বিভু।
নাম নামী অভেদ ত্রিজগতে প্রভু॥
কৃষ্ণ তুল্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ শক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্ব্ব শক্তি নামেতে অর্পিত॥

শ্রীভক্তমালগ্রন্থ।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনঃ॥

পদ্মপুরাণ।

নাম চিন্তামণি, নামই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন, চৈতন্য রস-বিগ্রহ এই শ্রীশ্রীহরিনামও সেই প্রকার চৈতন্য রসের দ্বারা

গঠিত ; শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত শ্রীশ্রীহরিনামও সেই প্রকার পূর্ণশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ; সুতরাং নাম ও নামীতে কোন প্রভেদ নাই।

শ্রীশ্রীহরিনামই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। যথা অথর্ব্ববেদোক্ত শ্রীশ্রীহরিনাম মন্ত্ররাজ—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥"

অগ্নি পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও শ্রীরাধাতন্ত্র।

নামার্থ যথা ঃ—

শ্রীগোপাল গুরুধৃত স্বরূপ সিদ্ধান্ত বাক্যং।
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহম্।
হরত্য বিদ্যাতৎকার্য্য মতোহরিরিতিস্মৃতঃ ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনে নৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা।
আনন্দৈক সুখস্বামী শ্যাম কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনোনন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥
বৈদগ্ধী সারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তি লীলাধিদৈবতম্।
রাধিকা রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

শ্রীশ্রীহরিনামার্থ নির্ণয়।

গৃহস্থ বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহোদয় প্রণীত এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ ঃ—

চিদ্ ঘন আনন্দরূপ শ্রীভগবান।
নামরূপে অবতার এইত প্রমাণ॥
অবিদ্যা হরণ কার্য্য হৈতে নাম হরি।
অতএব হরেকৃষ্ণ নামে যায় তরি॥
কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী শ্রীরাধা আমার।
কৃষ্ণ মন হরে তাই হরা নাম তার॥
রাধাকৃষ্ণ শব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ।
হরেকৃষ্ণ শব্দ রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ॥
আনন্দস্বরূপ রাধা তাঁর নিত্য স্বামী।
কমললোচন শ্যাম রাধানন্দকামী॥
গোকুল আনন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।
রাধা সঙ্গে সুখাস্বাদ সর্ব্বদা সতৃষ্ণ॥
বৈদগ্ধ্যসার সর্ব্বস্ব মূর্ত্ত লীলেশ্বর।
শ্রীরাধারমণ রাম নাম অতঃপর॥
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রীযুগল নাম।
যুগল লীলার চিন্তা কর অবিরাম॥

শ্রীভজনরহস্য।

নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল নামের সাধন ব্যতীত এই ভব সমুদ্র উদ্ধারের নিমিত্ত জীবগণের অন্য কোন উপায় নাই।

দশবিধ নামাপরাধের লক্ষণ।

দশ প্রকার নামাপরাধ* পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত পরম করুণাময় শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত এই সুদুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার জন্য জীবগণের অন্য কোন উপায় নাই। দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কিছুই শ্রীশ্রীহরিনামের সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য

---

* দশ প্রকার নামাপরাধ যথা :—

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃখ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ নামাদিমমলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দনং
তথার্থ বাদো হরি নাম্নি কল্পনম্।
নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপ বুদ্ধি
র্নবিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্মব্রত ত্যাগ হুতাদি সর্ব্ব,
শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিব নামাপরাধঃ॥
শ্রুতেহপি নাম মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতি রহিতোহধম।
অহং মমেতি পরমঃ সোপিনাম্ন্যপরাধকৃৎ॥

পদ্মপুরাণ।

নহে। জীবের দেহে নামাপরাধ থাকিতে কখনও নামরূপী ভগবানের কৃপা হয় না; দৈবাৎ ভগবদনুগ্রহে যাঁহারা অপার ভবসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্য-বানগণের সহিত কখন আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জীবের তুলনা হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন :—

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব" একমাত্র ভগবানই আমাদিগের প্রভু, আমরা তাহার দাস, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব; তৃণাপেক্ষা সুনীচ ও বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। "আমি সাধু" ইহা জগতের লোকদিগকে জানাইবার জন্য 'নেড়া হরিদাসের ন্যায়' মালা তিলক ধারণ করিয়া (বিশ্ববঞ্চক ছদ্ম বৈরাগীর বেশে) হরিনাম কীর্ত্তন করিলে তাহাতে কখনও প্রেম লাভ হয় না। যথা :—

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এলোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ সঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥

প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধ প্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি,
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥

কল্যাণ-কল্পতরু।

নামাপরাধ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অপরাধ কত প্রকার ও কি কি? তাহা আমাদিগের জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণ, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীহরি-ভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে দশ প্রকার নামাপ-রাধের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন :—

১। সাধুনিন্দা।
২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করা।
৩। গুর্ব্ববজ্ঞা।
৪। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা।
৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা মাত্র বলিয়া জ্ঞান।
৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা।
৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।
৮। অন্যান্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান করণ।
৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ করণ।

১০। নামের মহিমা শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

(১) প্রথম অপরাধ বিচার।

সাধুনিন্দা বলিতে কেহই কেবল নিজ কর্ত্তৃক সজ্জনগণের নিন্দা করা বুঝিবেন না; অন্যলোক কর্ত্তৃক সাধুনিন্দা শ্রবণ করাও মহা পাপ বলিয়া পরিগণিত। যথা :—

নিন্দাং ভাগবতঃ শৃণ্বং স্তুৎ পরস্য জনস্যবা।
ততো না পৈতিযঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবন্নিন্দা অথবা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করতঃ অন্য স্থানে গমন না করে, সে ব্যক্তি পুণ্যহীন হইয়া নিশ্চয়ই অধঃগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অসমর্থ হইলে কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া নিন্দাস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে। সমর্থ হইলে—

ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতী মসতাং প্রভুশ্চেৎ।
জিহ্বা মসূনপিততো বিসৃজেৎ সধর্ম্ম॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

নিন্দাকারী ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য। যদি নিন্দাস্থান পরিত্যাগ করিতে কিম্বা নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিতে অসমর্থ হয়, তবে নিজের জীবন পরিত্যাগ করিবে। সাধুর নিন্দা করায় শ্রীশ্রীহরির নিন্দা করা হয়, ভগবান কখনও ভক্তের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। ভক্ত ও ভগবান এক। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনা হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যতে নজানন্তি নাহং তেভ্য মনাগপি ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভক্তগণ আমার হৃদয় এবং আমিও ভক্তগণের হৃদয়, আমার ভক্তগণ কখনও আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানেনা, আমিও আমার ভক্তগণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা।

ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি,
যে দিক ফিরায় সেই দিক ফিরি ॥"

এই জন্যই ভগবান বলিরাজার দ্বারে দ্বারী ছিলেন ঃ সুতরাং কখনও ভক্তের নিন্দা করিবে না। পরম ভাগবত শ্রীহরিদাসঠাকুরের নিন্দা করিয়া হরি-নদী গ্রাম নিবাসী কোন এক দুর্জ্জন দ্বিজের মহা দুর্গতি হইয়াছিল যথা ঃ—

"হরি-নদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাস দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন ॥
সে বিপ্রাধমের কথো দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া ॥
হরিদাস ঠাকুরের করিলেক যেন।
কৃষ্ণ তাহার শাস্তি করিলেক তেন ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর চাঁদপুর বলরামাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি কালে এক দিবস হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় শ্রীশ্রীহরিনাম তত্ত্ব লইয়া শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক জন আরিন্দা ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীহরিদাসঠাকুরের তর্কবিতর্ক হওয়ায়, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেনঃ—

বিপ্র কহে "নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥
শুনি সভাসদ্ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
হরিদাসঠাকুরে তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥
তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব॥
যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কার॥

তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘরে আইলা।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈলা॥
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পক কলি সব হস্ত পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাস প্রশংসি তারে করেন নমস্কার॥
ভক্ত স্বভাব অজ্ঞ দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ স্বভাব ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

উমাপতি শঙ্করের নিন্দা করিয়া প্রজাপতি দক্ষরাজ মহাদুর্গতি ও ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবজনকে নিন্দা করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না; শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী বলিয়াছেন:—

বৈষ্ণব হেলন পাপ তরিতে নারিল।
মহামুনি দুর্ব্বাশারে চক্রেতে দহিল॥
ক্ষুদ্র জীব হয়ে করে বৈষ্ণব হেলন।
কার শক্তি আছে তারে রক্ষে কোনজন॥

বৃহৎ পাষণ্ডদলন।

নিন্দাকুর্ব্বন্তি যে মূঢ়াঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥

যে ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে সে পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে নিপতিত হয়।

বৈষ্ণবেতে যেইজন জাতিবুদ্ধি করে।
সেজন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥
বৈষ্ণবেরে নীচজাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেইজন নরক ভুঞ্জয়॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স জাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ইতিহাস সমুচ্চয়।

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে শূদ্র, নিষাদ বা শ্বপচ ইত্যাদি নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করে, অথবা সামান্য শূদ্রাদির ন্যায় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে।

আয়ুশ্রেয়ান্ যশোধর্ম্মং লোকানাশীষ মেবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংষোমহদতিক্রমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহদতিক্রম করিলে অর্থাৎ সজ্জনগণের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া কোন প্রকার বাক্য বলিলে, মানবের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম ও পরকালের গতি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

মহতের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তপস্যা, সূর্য্য বা অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা কোন প্রকার ফল লাভ হয় না। জড় ভারত বলিয়াছেন :—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।

ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ
বিনামহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে রহূগণ! এই ভগবৎ শব্দ বাচ্য তত্ত্ব, "ছন্দসা" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা 'গৃহাৎ' অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মদ্বারা "তপস্যা" অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের দ্বারা "নির্ব্বপণাৎ" অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা এবং জলাগ্নি সূর্য্যাদির পূজাদ্বারা লাভ হয় না, কেবল ভক্ত পদরজোভিষেকদ্বারাই তাহা পাওয়া যায়।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন :—

নৈষাংমতিস্তাব দুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং।
স্পৃশত্যনর্থাপগমোযদর্থঃ ॥
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং।
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে পিতঃ! মানবগণ যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত-বৃন্দের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের মতি কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না।

অতএব কখনও ভগবদ্ভক্তের নিন্দা না করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বা ভক্তের পূজা করিবে।

---

(২) দ্বিতীয় অপরাধ বিচার।

শিবাদি দেবগণকে কথনও ভগবান্ হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিবে না। যথা:—

শিব এব হরি সাক্ষাদ্ধরিরেব শিবস্বয়ম্।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

'শিবই শ্রীহরি স্বরূপ ; এবং শ্রীহরিই শিব স্বরূপ।'

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন:—

ত্রয়োদেবা এক মূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ।

জ্ঞান সঙ্কলিনীতন্ত্র।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই দেবতাত্রয়ই একমূর্ত্তি; অর্থাৎ এক ভগবদ্ শক্তির বলেই কার্য্য করেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া বিষ্ণু ব্যতীত কাহাকেও মনে করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক দেবতা বলিয়া মনে করেন, সে ব্যক্তি নিতান্ত নরাধম।

মহামুনি বেদব্যাস ভ্রম বশতঃ এক দিবস শিব সন্নিধানে বসিয়া শ্রীশ্রীহরি হইতে 'হর'কে ভিন্ন বলিয়াছিলেন, তখন মহাবৈষ্ণব মহাদেব ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া "ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জন?—

"হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥"

অন্নদামঙ্গল।

দক্ষরাজ কর্ত্তৃক শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া ভগবতী বলিয়াছিলেন :—

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরে রিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্র কীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্য শাসনং
ভবানহোদ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে পিতঃ! যাঁহার দ্বিঅক্ষর সম্ভূত "শিব" নাম প্রসঙ্গক্রমে একবার মাত্র বাক্যদ্বারা উচ্চারিত হইলেই মনুষ্যের রাশি রাশি পাপ বিনাশ হইয়া যায়, সেই পবিত্র কীর্ত্তি শিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে নিন্দা করিতেছেন, আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গল স্বরূপ।

কলি পাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদিবস তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন :—

শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেক শঙ্কর প্রিয় যত ভক্তবৃন্দ॥
না মানে চৈতন্য পথ বোলয় বৈষ্ণব।
শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥

স্থানান্তরে—

সকৃত যে জন বোলে শিব হেন নাম।
সেহো কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
সেইক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদশাস্ত্র ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥

হেন শিব নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল সমুদ্রে ভাসয়॥
শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে॥
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন ঃ—

কথং বা ময়িভক্তিং
সলভতাং পাপ পুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং
শিবং সম্পূজয়েন্নহি॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত মহাবৈষ্ণব শ্রীশ্রীশিবের সম্যক অর্চ্চন না করেন, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ অমঙ্গল স্বরূপ, সুতরাং সে কি প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ঃ—

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়। যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপিমাং॥
অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বে নাতশ্চ্যবন্তিতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে কৌন্তেয়! যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা অজ্ঞান বশতঃ আমারই পূজা করিয়া থাকেন। যিনি যে দেবতার পূজা করেন মরণান্তে তিনি সেই দেবতাকেই লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ভূতগণের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি ভূতগণকে এবং যিনি আমার পূজা করেন তিনি আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা ইহা জানিতে না পারিয়া জীবগণ পুনরাবৃত্তি (বা পুনর্জ্জন্ম) লাভ করিয়া থাকে।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোকাদি যাবতীয় লোকনিবাসীগণের পুনরাবর্ত্তন লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু আমার ভক্তগণের কখনও পুনর্জ্জন্ম হয় না।

শাস্ত্রে যে শ্রীশ্রীহরি ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনার বিষয় বর্ণিত আছে; আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অন্যান্য দেব দেবীকে নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা আমাদের ভ্রান্ত-মূলক? কেননা—

"অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।"

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

সদাশিব নানাবিধ পূজা পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিয়া পরে পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন:—

অতোবহুবিধং কর্ম্মং কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্প বোধানাং দুশ্চেষ্টিত নিবৃত্তয়ে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র চতুর্দ্দশ উল্লাস।

হে পার্ব্বতি! তোমার নিকট যে সাধনান্বিত বহুবিধ কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; ইহা কেবল অল্প বুদ্ধি লোকদিগকে শ্রীভগবানের সেবায় প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য এবং পাপাশক্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত। অতএব কখনও শিবাদি দেবতাগণের নিন্দা করিবে না।

তন্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

মদ্ভক্ত শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্কর প্রিয়ঃ।
উভৌ চ নরকে যাতা যাবদাহুত সংপ্লবম্॥
স এব রসনাহীনঃ কুম্ভীর জায়তে জলে॥

আমার ভক্ত যদি শঙ্করকে এবং শঙ্করের ভক্ত যদি আমাকে নিন্দা করে তাহা হইলে তাহারা উভয়ই মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, পরে রসনাবিহীন হইয়া নক্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ চিরদিন জলের মধ্যে বাস করিবে।

শিব-শক্তি উপাসক মহারাজ রবীন্দ্রনারায়ণ রায়কে জনৈক বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন :—

বিষ্ণু বিনে শিব যে পৃথক্ নামন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশ বলি মানিতে কর্ত্তব্য॥
অথবা হরির ভক্ত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক যাহা সম॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

বৈষ্ণব সভা-বিভূষণ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

"শিবাদি দেবতাগণের ভগবান্ হইতে ভিন্ন সত্ত্বা নাই। শিবাদি দেবতাকে ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মান না করিলে কখনও ভেদজ্ঞান থাকেনা।"

(৩) তৃতীয় অপরাধ বিচার।

"গুরোরবজ্ঞা" বলিতে কেবল মাত্র মন্ত্রদাতা শ্রীশ্রীগুরু-দেবকে অবজ্ঞা করা বুঝিবেন না ; দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, মাতাপিতা, মাতুল, শ্বশুর প্রভৃতি গুরুগণকেই বুঝিতে হইবে। কখনও গুরুগণের অসম্মান করিবে না। যথা :—

একমপ্যক্ষরং বস্তু গুরু শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্দত্বাহ্যনৃণীভবেৎ॥
একাক্ষরং প্রদাতারং যো গুরু নাভি মন্যতে।
শুনাং যোনি শতং গত্বা চাণ্ডালেষপি জায়তে॥

অত্রি সংহিতা।

যদি গুরুদেব শিষ্যকে কেবল মাত্র একটী অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপিও পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যে, শিষ্য তাহা গুরুদেবকে প্রদান করিয়া "গুরু-দেবের সেই একাক্ষরের" ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে ? একাক্ষর প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকেও যে ব্যক্তি সম্মান না করে সে নরাধম কুকুর জন্ম ভোগ করতঃ পরে চণ্ডাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

পরম ভাগবত শ্রীনারদ বলিয়াছেন :—

"যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইবদ্রুমঃ॥

যেখানে যেখানে গুরুজনকে দর্শন করিবে, সেই সেই স্থানে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। কিন্তু—

সভায়াং যজ্ঞ শালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥
পুণ্য ক্ষেত্রে পুণ্য তীর্থে স্বাধ্যায় সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সভায়, যজ্ঞশালায়, দেবতা মন্দিরে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নমস্কার করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়? এবং পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে ও বেদাধ্যয়ন কালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ধ্বংস হয়। অতএব কখনও উল্লিখিত স্থানে বসিয়া পৃথক্‌ভাবে নমস্কার করিবে না।

মাতুঃপিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেৎ বয়সাধিকঃ।
প্রনমেচ্চ গুরোপত্নিং ভ্রাতৃজায়া বিমাতরম্॥
শ্বশুরশ্চেৎ কনীয়াশ্চ খুল্লতাতশ্চ মাতুলঃ।
নমস্কারং ন কুর্ব্বিত অভুত্থান গরীয়সঃ॥

ইতি স্মৃতি।

জননী, জনক ও শ্রীগুরুদেব ভিন্ন অন্যকে এমন কি মাতা, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নিগণও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক হইলে তাহাদিগকে প্রণাম করিবে না। কিন্তু বিমাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে প্রণাম করিবে। ভার্য্যার জ্যেষ্ঠ সহোদর কিম্বা শ্বশুর শ্বাশুড়ী, বয়সে ছোট হইলে তাহাদিগকে প্রণাম না করিয়া কেবলমাত্র সম্মান জন্য অভ্যুত্থান করিবে।

শ্বশুর পিতৃক মাতুল দ্বিজাং কনীয়সাং
প্রত্যুৎথানমেবাভিবাদনম্ ॥

বিষ্ণুসহিতা ঃ

শ্বশুর, পিতার ভ্রাতা, মাতুল ও পুরোহিত বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগকে প্রণাম না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যুত্থান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিন্দা করা বা গুরুনিন্দা শ্রবণ করা মহাপাপ ? যথা ঃ—

গুরোর্যত্র প্রতিবাদো নিন্দাচাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌতত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যথা ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

যে স্থানে শ্রীগুরুদেবের প্রতিবাদ বা নিন্দা হয়, শিষ্য হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন করিবে।

যদি কেহ অসাবধানতাপূর্ব্বক অবৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষিত হ'ন, এবং পরে যদি গুরুদেবের কোন প্রকার দোষ দেখিতে পান তাহা হইলে সেই গুরুদেবকে নিন্দা না করিয়া—

অবৈষ্ণবো পদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গৃহ্নিয়াদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র।

অবৈষ্ণব গুরুর নিকট (বিষ্ণুমন্ত্রে) দীক্ষিত হইলে শিষ্যকে নরকে গমন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় অবৈষ্ণব

গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বৈষ্ণব(১) গুরুর নিকট শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

মহাবৈষ্ণব শ্রীল লালদাস বাবাজী বলিয়াছেন :—

"কিম্বা অবৈষ্ণব স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র যদি।
লইয়া থাকয় কেহ সেহত অবিধি॥
পুনশ্চ বৈষ্ণব স্থানে গ্রহণ বিধান।
এই মত হয় সাধু শাস্ত্রে পরমাণ॥

শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃত।

শ্রীবিষ্ণু উপাসক শিষ্য, শ্রীবিষ্ণু উপাসক গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবেন না। কেননা—

---

(১) বৈষ্ণব বলিতে কেহই ছদ্মবেশী নেড়ানেড়ি কর্ত্তাভজা বা মর্কট বৈরাগীগণকে বুঝিবেন না। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ এই :—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরোনরঃ।
বৈষ্ণবোভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

পদ্মপুরাণ।

যে গৃহস্থ ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণু পূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব; সুতরাং সে মহৎ কুলোদ্ভব হইলেও তাহার নিকট কখনও শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জানিতে চাহিলে মৎ-সংগৃহীত "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃত" পাঠ করুন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে অধিক লিখিত হইল না।

বিষ্ণুভক্তি বিহীনশ্চ ভক্তিহীন ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌভক্তি ন বর্দ্ধতে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

যে ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তি নাই তাহাকেই ভক্তিহীন বলে। এজন্য বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণেচ্ছুক শিষ্য কখনও শৈব বা শাক্তের নিকট শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবেন না। কেননা অন্য উপাসক অবৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে কখনও তাহাতে শ্রীহরিভক্তি বৃদ্ধি হয় না। অতএব—

শৈব সৌর গাণপত্য শাক্ত শাঙ্কর এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকং ॥
দেবীপুরাণ।

শৈব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শাঙ্কর, (শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণেচ্ছুক শিষ্য) এই সকল উপাসকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণু উপাসক সদ্‌গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

উদাসীনস্তোদাসীনো বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতিনশ্চ যতি প্রোক্তো গৃহস্থস্য গুরুগৃহীঃ ॥
কুলচূড়ামণি।

উদাসীন ব্যক্তি উদাসীনকে, বনবাসী বনবাসীকে, যতি যতিকে এবং গৃহস্থ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ সদ্‌গৃহস্থ ব্যক্তিকেই শ্রীগুরুপদে বরণ করিবেন।

"দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভেদে শ্রীগুরু দ্বিবিধ। যাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র লাভ হয় তিনি দীক্ষাগুরু; যাঁহার নিকট

ভজন শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাগুরু। এই উভয় গুরু-দেবকেই শিষ্য সমান সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং উভয়-কেই শ্রীকৃষ্ণ শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিবেন। তাঁহা-দিগকে ভেদজ্ঞান করিলে শিষ্য অপরাধী হইবেন, কেননা,—"দীক্ষা শিক্ষা গুরুশ্চৈবচৈকাত্মা চৈক দেহিনং।"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করিলে নিতান্ত অপরাধ হয়; যেহেতু তাহাতে জীবেশ্বরে সমতা জ্ঞান-রূপ মহাবিরুদ্ধ মত হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন ঃ—

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তাই বলি—

"যথা সমুদ্রে বহব স্তরঙ্গা
স্তথাবয়ং ব্রহ্মাণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি
স্তং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীবঃ॥

তত্ত্ব মুক্তাবলী

হে মায়াবাদী জীব! যে প্রকার সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে,

সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে? তাৎপর্য্য এই, সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অংশ, কিন্তু তরঙ্গ কখনও সমুদ্র নয়, সেইরূপ চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব কখন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পারে না।

শ্রীগুরুদেবকে শ্রীশ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষ অথবা শ্রীভগবানের শক্তিজ্ঞান করিয়া ভক্তি করিলে কোন প্রকার দোষ হইতে পারে না; প্রেমময় শ্রীভগবানই শ্রীগুরুদেবে প্রকটিত হইয়া দীক্ষা ও শিক্ষাদান করিতেছেন, শিষ্যের মনে সর্ব্বদা এইভাব থাকিলেই মঙ্গল হইবে।

বাঁকুড়া, রাইপুর নিবাসী ত্রিপুরা রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ভক্তিশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি মহোদয় ১৩১০ সনের ১লা আশ্বিনের "নিবেদনে" "নামাপরাধ বিচার নামক" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"গুরুকে অবজ্ঞা করা সম্বন্ধে এই বিচার যে, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা যে অপরাধ, আবার তাঁহাকে ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি করা ততোধিক অপরাধ; গুরুকে শ্রীহরির বিশেষ কৃপাপাত্র এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ পার্ষদ মনে করিয়া সেবাদি কর্ত্তব্য।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীহরিনাম" ও "শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যথা:—

"যাহা হৈতে ভগবদ্ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনি আচার্য্যরূপি-ভাগবত শ্রেষ্ঠ; তাঁহাকে দৃঢ় ভক্তি করিয়া

"যে পর্য্যন্ত সাধকের শ্রীগুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে না; বিশ্বাস না হইলে ভজন ক্রিয়াদি ঘটে না অতএব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে।"

---

(৪) চতুর্থ অপরাধ বিচার।

কখনও শাস্ত্র নিন্দা করিবে না; বেদাদি অনন্ত শাস্ত্র ও পুরাণ আদি স্মৃতিশাস্ত্র। যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শ্রীশ্রীভগবানের মহিমা জানা যায় সেই সকল সৎশাস্ত্র নিন্দা করিলেই শ্রীশ্রীহরিনামের অপরাধ হয়। যথা :—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্র গীয়তে॥

মহাকবি ৺রাজকৃষ্ণ রায় রচিত এই শ্লোকটীর পদ্যানুবাদ :—

"কিবা বেদ রামায়ণ পুরাণ ভারত বশ,
সমুদয় গ্রন্থেরই আদি মধ্য শেষে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, হইয়াছে অনুক্ষণ,
পত্রে পত্রে আছে পূতঃ হরিনাম মিশে॥"

কল্কি পুরাণ।

জ্ঞানবান ব্যক্তি কখনও শাস্ত্র নিন্দা করিবেন না; কিন্তু
বহু শাস্ত্র কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্
স্বল্পশ্চকালো বহ্বশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

উত্তর গীতা।

হে অর্জ্জুন! শাস্ত্র অনন্ত (অসংখ্য) বহুদিনে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়, মানবের জীবন অতি অল্পকাল স্থায়ী, তাহাতে আবার রোগ, শোক, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিঘ্ন; অতএব হংস যেমন জল সংযুক্ত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিশুদ্ধ দুগ্ধকেই গ্রহণ করে, সেইরূপ যে সকল শাস্ত্র সার তাহাই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বদা ভক্তির অনুকূল শাস্ত্র পাঠ করিবে—

"সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদিব্রহ্মা স্বয়ংবদেৎ॥

জৈমিনীভারত।

যে সকল শাস্ত্রে অর্থাৎ পুরাণ, উপপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীশ্রীহরিভক্তির বিষয় বর্ণিত নাই, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন তথাপি কখনও সেই হরিভক্তি শূন্য শাস্ত্র পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিবে না।

---

(৫) পঞ্চম অপরাধ বিচার।

যাহারা শ্রীশ্রীহরিনামের মহিমা জানিয়া শুনিয়াও নামের প্রতি শ্রদ্ধা(১) না করে, কেবলমাত্র নামকে শ্রীশ্রীহরির প্রশংসাবলিয়া মনে করে তাদৃশ পাষণ্ডের প্রতি কখনও নামরূপী শ্রীশ্রীহরির অনুগ্রহ হয় না; প্রাচীন পদকর্ত্তা বলরাম দাস বলিয়াছেন ঃ—

জান্যা শুন্যা কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের যাতনা॥
একবার জন্মে জীব আরবার মরে।
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা।
তখন পড়য় মনে শতজন্মের কথা॥
ঊর্দ্ধপদে হেটমাথে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ সময় তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥

(১) "শ্রদ্ধা শব্দে কহে কৃষ্ণে সুদৃঢ় বিশ্বাস।"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শত বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে।
নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসর বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ॥

শ্রীপদকল্পতরু।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীহরিনাম" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"অনেকে মনে করেন যে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরিনামের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নামের প্রশংসা মাত্র। যাহাদের এরূপ বুদ্ধি তাঁহারা নামাপরাধী। তাহাদের হরিনামের ফলোদয় হয় না? অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে সেরূপ রুচি উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগ্য।" কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সৌভাগ্যবান তাঁহারা এইরূপ মনে করেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

নির্ব্বিদ্যমান, অকুতোভয়, অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই নির্ণীত হইয়াছে, এইরূপ যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদেরই শ্রীশ্রীহরিনামে ফলোদয় হয়।

---

(৬) ষষ্ঠ অপরাধ বিচার।

প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীহরিনামের অর্থকল্পনা করা মহা পাপ বলিয়া পরিগণিত; জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনও শ্রীশ্রীহরিনামের অর্থ কল্পন করিবেন না। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন :—

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠঃ মনুষ্যানাং নিরয়ে পতিতস্ফুটং॥

কাত্যায়ন সংহিতা।

যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীহরিনামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে সে ব্যক্তি মানবগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ; সুতরাং সে নিশ্চয় নিরয় (নরক) গামী হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতের" তৃতীয় বৃষ্টিতে লিখিয়াছেন:—

"হরি শব্দ সহজেই পরম রসাধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করতঃ ব্রহ্ম শব্দও হরিশব্দ একার্থ মনে করিয়া একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে হরি বলিতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে উপদেশ করে, এই ভয় কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় "সচ্চিদানন্দ হরি"—"নিরাকার হরি"—এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন? তাহাতে হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা করা হয়। ইহা একটী বিশেষ অপরাধ; যাহারা এই অপরাধ করিয়া থাকেন তাঁদের হৃদয় শুষ্ক জ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রসশূন্য হইয়া পড়ে।"

---

(৭) সপ্তম অপরাধ বিচার।

শ্রীশ্রীহরিনাম বলে পাপাচরণ করা একটী গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত। আজকাল অনেক ব্যক্তিই মর্কট বৈরাগীর বেশধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "জীবগণের সকল প্রকার

শাস্ত্রে শুনিয়াছি মহাপাপী অজামিল ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে যমযাতনায় অস্থির হইয়া স্বীয় পুত্র নারায়ণকে একবার মাত্র নামাভাসে ডাকিয়াই উদ্ধার হইয়াছিল। আমরা ত সর্ব্বদাই "শ্রীরাধাকৃষ্ণ বল" "গৌরনিতাই বল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া নগরে নগরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-কেও যাচিয়া যাচিয়া প্রেমদান করিয়া থাকি; এখন আর আমা-দের পাপকর্ম্ম করিতে ভয় কি? আমরা যত পাপ করিব এক-বার মাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলেই তাহা সমূলে বিনাশ হইয়া যাইবে—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে॥"

ভক্তরিটলগণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভাক্ত ভক্ত-নেড়া হরিদাসের ন্যায় চুরি, হিংসা, দ্বেষ,মিথ্যা কথা প্রভৃতি নানাবিধ কুকর্ম্মে রত হয়। অবশেষে যখন জন সমাজে তাহাদের গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর কেহই তাহাদিগকে ভালবাসে না, মনুষ্যের পরম শত্রু হইয়া পড়ে এবং পরকালেও অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যথাঃ—

"কিন্তু নামবলে যদি পাপে করে মতি।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বড়ই দুর্গতি॥
বহু যম-যাতনাদি পাইলেও তার।
সেই অপরাধ হৈতে না হয় উদ্ধার॥

শ্রীহরিনামচিন্তামণি।

"পতন্তি নরকেষু তে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।"

(৮) অষ্টম অপরাধ বিচার।

অন্যান্য শুভ-কর্ম্মের সহিত শ্রীশ্রীহরিনাম কখনও সমান হইতে পারে না। যজ্ঞ, দান, তীর্থ-ভ্রমণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম কেবল "নাম-সাগরের অগাধ জলের বুদ্বুদের ন্যায়।" বহুমূল্য হীরকের সহিত অকিঞ্চিৎকর সামান্য কাচ খণ্ডের যেরূপ প্রভেদ; শ্রীশ্রীহরি-নামের সহিত তীর্থ-ভ্রমণ, যজ্ঞ, দান, প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ আছে। জনৈক ভক্তকবি বলিয়াছেন :—

"বহু যজ্ঞ রাজ্যধন পুত্রকন্যা দান।
শ্রীহরি নামের নহে শতাংশ সমান॥"

পরম ভাগবত মহারাজ কৃষ্ণানন্দ রাজার পুত্র শ্রীল প্রভু নরোত্তম দাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।"

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন :—

গো-কোটী দানং গ্রহণেষু কাশী,
প্রয়াগ গঙ্গাযুত কল্পবাসী।
যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণ দানম্
গোবিন্দ নাম্নং ন কাদাপি তুল্যম্॥

পাণ্ডবগীতা।

গ্রহণ সময় কোটী কোটী ধেনু দান করিলে, কাশী, প্রয়াগ, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে অযুত কল্প পর্য্যন্ত বাস করিলে, অযুত যজ্ঞ ও সুমেরু পর্ব্বত সদৃশ রাশি রাশি সুবর্ণ দান করিলে যে ফল লাভ

হইয়া থাকে, তাহা কখনও শ্রীশ্রীহরিনামের সমান হইতে পারে না।

যজ্ঞ, দান, প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মের ফলে মনুষ্যগণের কেবল স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন যে, পুণ্যকর্ম্মের ফলে মনুষ্যকে—

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আবার পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলেই যে, এক দিবস স্বর্গচ্যুত হইয়া জন্ম যন্ত্রণা ভোগ কবিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাপ, পূণ্যই জীবের বন্ধনের কারণ। সদাশিব শিবানীকে বলিয়াছিলেন:—

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথাবদ্ধঃ ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মাভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অশুভ কর্ম্ম যেমন লৌহময় শৃঙ্খল এবং শুভ কর্ম্মও তেমন স্বর্ণময় শৃঙ্খল; সুতরাং এই উভয় শৃঙ্খলের ফল ভোগেই জীবগণের বন্ধন হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদিগেব কখনও কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যথা:—

ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচর ত্বংহি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিনঃ॥
ন দাস্য বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্ববন্ধননির্ম্মুক্তো হরিদাসা নিরাময়াঃ॥

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড।

বৈষ্ণবগণের কখনও কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, একমাত্র শ্রীশ্রীহরির দাস্যই সুধীগণ কর্ত্তৃক মোক্ষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। পরমেশ্বর শ্রীশ্রীহরির দাস্য কখনও ভববন্ধনোৎপাদক হইতে পারে না। কলুষহীন শ্রীশ্রীহরির ভক্তগণ বন্ধন হইতে পরিমুক্ত। অতএব দান, যজ্ঞ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের সহিত কখনও শ্রীশ্রীহরিনামের তুলনা হইতে পারে না।

---

(৯) নবম অপরাধ বিচার।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীহরিনামোপদেশ করেন তিনি নামাপরাধী। যেমন পাষাণের উপর বীজ রোপণ করিলে কখনও তাহাতে অঙ্কুরোৎপন্ন হয় না, বরাহকে মুক্তাফল দিলে যেমন ফলের অবমাননা করা হয় তেমনি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীহরিনামোপদেশ করাও নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। যথা :—

"শ্রদ্ধা নাহি জন্মে যার হরিনাম তরে।
সাধুজনে নাহি দেন বৈষ্ণব আচারে॥
শ্রদ্ধাহীন জন যদি হরিনাম পায়।
অবজ্ঞা করিবে মাত্র সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥"

শ্রীহরিনামচিন্তামণি।

মহাদেব বলিয়াছেন :—

যাজ্ঞিকঃ দাননিরতঃ সর্ব্বতন্ত্রোপসেবকঃ।
সত্যবাদী যতির্ব্বাপি বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠোকুলীনো বা তপস্বী ব্রততৎপরঃ।
ভত্রাদিকারিণী ভবেৎ কৃষ্ণভক্তিবিবর্জ্জিতঃ॥

তস্যাদ্ধরাব ভক্তায় কৃতঘ্নায় ন মানিনে।
ন চ শ্রদ্ধা বিহীনায় বক্তব্যং নাস্তিকায় চ॥

পদ্ম পুরাণ, পাতাল খণ্ড।

যাজ্ঞিক দাননিরত, (দাতা) সর্ব্ববিধ তন্ত্রজ্ঞাতা, সত্যবাদী, বেদবেদাঙ্গ পারগ, যতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কুলীন (১) ব্রতী, তপস্বী প্রভৃতি ব্যক্তিগণও যদি শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি বিবর্জ্জিত হয়, তবে তাহাকে শ্রীশ্রী-হরিনাম উপদেশ করিবে না এবং যিনি কৃতঘ্ন, অভিমানী, শ্রদ্ধা-বিহীন, তাঁহাকেও হরিনামোপদেশ করিবে না।

"শ্রদ্ধাবিরহিত জন শঠতা করিয়া।
হরিনাম মাগে বৈষ্ণবের কাছে গিয়া॥
তাহার বঞ্চনা বাক্য বুঝি সাধুজন।
হরিনাম নাহি দেন তারে কদাচন॥
সাধুবলে "ওরে ভাই শাঠ্য পরিহর।
প্রতিষ্ঠাশা দূরে রাখি নামে শ্রদ্ধা কর॥
নামে শ্রদ্ধা হৈলে নাম অনায়াসে পাবে।
নামের প্রভাবে এ সংসার তরে যাবে॥

---

(১) কুলীন যথা ঃ—

"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপদানং নধবা লকুলক্ষণম্॥"

যিনি এই নবলক্ষণযুক্ত ও সদ্বংশসম্ভূত তাঁহাকেই কুলীন বলে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ মৎসংগৃহীত "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃত" দেখুন

যতদিন নাহি তব নামে শ্রদ্ধা ভাই।
নাম লৈতে তোমারত অধিকার নাই॥

শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি।

যে সকল নরাধম আপনাদিগকে গুরু বিবেচনা করিয়া অপাত্রে শ্রীহরিনাম প্রদান করেন, সেই সকল নরাধম নামাপরাধ পাপে জড়িত হইয়া শিষ্য সহ অধঃগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সদ্‌গুরু কথনও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীহরিনাম প্রদান করিবেন না।

---

(১০) দশম অপরাধ বিচার

ও নামাপরাধ মোচনের উপায়।

শ্রীশ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে সকল মূঢ়ব্যক্তি হরিনামে একান্ত শ্রদ্ধা না করিয়া সাধনের উপায়স্বরূপ অন্যান্য প্রকার কর্ম্মজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ না করেন তাহারাই নামাপরাধী।

এই জন্যই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ সেবা, না পূজিব দেবী দেবা (১),
এই ভক্তি পরম কারণ॥"

---

(১) হরিভক্তের পক্ষে অন্য দেব-দেবী-সেবীর সঙ্গ করাও অন্যায়। যথা ঃ—

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্র জলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শৈল্য যুক্তানাং নানাদেবৈক সেবিনাং॥"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

আবার বলিয়াছেন :—

"যোগীন্যাসী কর্ম্মীজ্ঞানী অন্যদেব-পূজকধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-দুঃখ-শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী।"

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যংজ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শ্রীকৃষ্ণ সেবন ব্যতীত অন্য অভিলাষ শূন্য হইয়া জ্ঞান, কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করতঃ (অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পিত মত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব মহাজনগণের পথানুসরণ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূলভাবে শ্রীশ্রীকৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধাভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির অনুগত হইলে কোন দোষ থাকে না; কিন্তু তাহাদের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত দশপ্রকার নামাপরাধ পরিত্যাগ না করিয়া বহুজন্ম পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও প্রেম লাভ হয় না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

"বহুজন্ম কৃষ্ণ ভজি প্রেম নাহি হয়।
অপরাধপুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়॥"

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবকে বিকার কহে) শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :—

স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চ তে স্বরভেদোহথবেপথুঃ।
বৈবর্ণ মশ্রু প্রলয় ইত্যাষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়, এই আট প্রকার সাত্ত্বিক বিকার। নামাপরাধী ব্যক্তির কখনও এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় না। যথা :—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমানৈ র্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়তাথ যদা বিকার
নেত্রেজলং গাত্ররুহেষু হর্ষ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীশ্রীহরিনাম নিজ কর্ত্তৃক বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইলে যাঁহার হৃদয় ভাবে আর্দ্র না হয়, তাঁহার হৃদয় পাষাণাপেক্ষাও কঠিন? সুতরাং তাঁহাকেই নামাপরাধী বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেই শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। কিন্তু—

"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যত দিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে নামাপরাধ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত নামরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া কখনও তাহাতে প্রেমরূপ ফল ধরিতে পারে না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহা-প্রভু শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের সর্ব্বদা তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যথা ঃ—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হৈয়া ফলে প্রেম ফল।

ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন জল।
যদি বৈষ্ণব অপরাধ (১) উঠে হাতীমাথা॥
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা।
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ॥
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার (২) কুটী নাটী জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥

---

(১) বৈষ্ণব অপরাধ ছয় প্রকার। যথা,—

"হন্তি ছিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণাবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুদ্ধতে যাতি নোহর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

স্কন্ধপুরাণ।

(১) বৈষ্ণব হনন করা (২) বৈষ্ণব নিন্দা করা (৩) বৈষ্ণবের দ্বেষ করা (৪) বৈষ্ণবকে অভিনন্দন না করা (৫) বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং (৬) বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া।

(২) নিষিদ্ধাচার দশপ্রকার যথা :—

১। বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ। ইহা পাঁচপ্রকার যথা :—

(ক) নীতিরহিত ও ঈশ্বর বিশ্বাসহীন ব্যক্তি।

(খ) নৈতিক কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি।

(গ) সেশ্বর নৈতিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানে।

সেকজল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধহৈয়া মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেচন॥
সুখে প্রেম ফল রস কর আস্বাদন॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এক্ষণে নামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় সম্বন্ধে ভক্তি শাস্ত্র হইতে কয়েক প্রমাণ বলিয়াই এ বিষয়টীকে শেষ করিব।

নামাপরাধী ব্যক্তির নিরন্তর শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করাই অপরাধ মোচনের উপায়। শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ--

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তুকীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধ কোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

বিষ্ণুযামল।

(ঘ) মিথ্যাচারী বৈড়াল ব্রতীক ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত।
(ঙ) নির্ব্বিশেষবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী।
২। অনুবন্ধ ইহা চারি প্রকার যথা :—
(ক) শিষ্য দ্বারা অনুবন্ধ। (খ) সঙ্গী দ্বারা অনুবন্ধ।
(গ) ভৃত্য দ্বারা অনুবন্ধ। (ঘ) বান্ধবাদি দ্বারা অনুবন্ধ।
৩। মহারম্ভাদির উদ্যম।
৪। বহুশাস্ত্র কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ।
৫। কার্পণ্য। (ইহা তিন প্রকার যথা)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার নাম কীর্ত্তন করে, আমি তাঁহার কৃত কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং শ্রীশ্রী-হরিনামাশ্রয় করিলে নামাপরাধের ভয় থাকে না। পরম ভাগবৎ শ্রীলালদাস বাবাজী বলিয়াছেন :—

"তবে যদি হয় কভু নামের আশ্রয়।
কৃষ্ণনাম হৈতে হয় অপরাধ ক্ষয়॥
তবে যদি সেই নাম অবিশ্রান্ত করে।
নাম অপরাধ পাপ নাম হৈতে তরে॥"

শ্রীউপাসনাচন্দ্রামৃত।

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেক শরণো ভবেৎ॥

(ক) ব্যবহার কার্পণ্য (খ) অর্থ কার্পণ্য (গ) শ্রম কার্পণ্য।

৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত হওয়া। (বশবর্ত্তিতা চারি প্রকার)

(ক) শোক দ্বারা (খ) অভ্যাস দ্বারা (গ) মাদকাদি দ্বারা (ঘ) কুসংস্কারের দ্বারা বশবর্ত্তিতা।

৭। অন্যান্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা।

৮। ভূত সকলকে উদ্বেগ দান।

৯। সেবা অপরাধ ও নামাপরাধ। সেবা অপরাধ পাঁচ প্রকার। যথা—(নামাপরাধ "২১ শ পৃষ্ঠায় দেখ।

(ক) সাধ্যমত যত্নাভাব।

(খ) অবজ্ঞা।

(গ) অপবিত্রতা।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করানি চ ॥

পদ্মপুরাণ।

যদি কখনও প্রমাদ বশতঃ নামাপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক একমাত্র হরিনামেরই শরণাগত হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের শ্রীশ্রীহরিনামই সকল অপরাধ হরণ করেন। শ্রীশ্রীহরিনাম অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় অপরাধ মোচন হইয়া থাকে। অতএব—

তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

জৈমিনী সংহিতা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতের একমাত্র উপকারী, বিশ্ব সংসারের একমাত্র সেবনীয় সেই শ্রীশ্রীভগবন্নামের প্রতি অপরাধসমূহ বর্জ্জন করিবে।

নামাপরাধ মোচনের জন্য ভক্তিভাবে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করতঃ ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্তকর্ত্তব্য।

(ঘ) নিষ্ঠার অভাব।

(ঙ) গর্ব্ব।

১০। ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত নিন্দার অনুমোদনে বা সহায়তা করা। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত দেখুন।

শ্রীহরিনামের উৎপত্তি।

ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনামের উৎপত্তি বিবরণ। যথা :—

জাতো রুচে রজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ
আকুতি সূনুরমরানথ দক্ষিণায়াং।
লোকত্রয়স্য মহতী মহরদ্ যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ॥

ব্রহ্মা নারদের নিকট ভগবানের অবতার কথা বলিতেছেন,—তিনি যজ্ঞ নামে, রুচির ঔরসে আকুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষিণার গর্ভেসুযম নামক দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু (প্রথমে যজ্ঞ নাম হইলেও) শেযে 'হরি' এই নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছিলেন।

আবার চতুর্থ মন্বন্তরেও 'হরি' নামে ভগবানের অবতার হয়। যথা—

তত্রাপি যজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরি রিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রাহাৎ॥

শ্রীভাগবত।

তাহাতেও অর্থাৎ চতুর্থ মন্বন্তরেও হরিমেধা নামক মুনির ঔরসে তদীয় পত্নী হরিণীর গর্ভে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তের ক্লেশ হরণের নিমিত্তই তিনি 'হরি'নামে আখ্যাত হন এবং কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন।

শ্রীহরিনামের ব্যুৎপত্তি

হৃ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া হরি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা। যিনি জীবের নিখিল পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। যথা :—

হরি হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্ম।

ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক যেমন স্পর্শ মাত্রেই অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অশ্রদ্ধা পূর্ব্বকও যাঁহারা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন, হরি তাঁহাদের পাপ হরণ করিয়া থাকেন।

রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

যিনি রুদ্ররূপে বিশ্বের সংহার করেন এবং ভক্তগণের পালন করেন তিনি হরিনামে অভিহিত।

শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীহরিনামের একটি সুন্দর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ আছে। যথা :—

"হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥"

এতদ্ভিন্ন হরি শব্দে যিনি ভয় হরণ করেন, আর্ত্তি হরণ করেন, পুনর্জ্জন্ম হরণ করেন, ভূভার হরণ করেন, ভক্তকে স্বধামে হরণ করেন ইত্যাদি বহু ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হইতে পারে। বাহুল্য বোধে আলোচিত হইল না।

শ্রীশ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য।

শ্রীহরিনামের তুল্য অমূল্য-ধন আর ত্রিজগতে নাই। একমাত্র নামই নামের তুলনা। এই জন্য বৈষ্ণবগণ গাহিয়া থাকেন যে,—

"ও মন! হরিনামের তুল্য ধন কি জগতে আছে?
হরি নাম যে সত্য, ও সে পরম পদার্থ,
হরি হৈতে হরি নামের অধিক মাহাত্ম্য॥" ইত্যাদি।

আর একটী গানেও বর্ণিত আছে;—

"ও মন! হরিনাম মহা ঔষধি,
তারে ভক্তিতে পান কর যদি,
তবে থাক্‌বেনা আর কোন ব্যাধি,
ভবে হবি পার॥" ইত্যাদি।

মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥

পরাশর-সংহিতা।

হে শাম্ব! যখন অন্যান্য ঔষধ সেবন করিয়াও ব্যাধিজনিত দুঃখ নিবারণ হইল না, তখন ঔষধদ্বারা কখনও উহার কোন প্রতিকার হইবে না, তখন কেবল মাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম মহৌষধি পান করিয়াই রোগ দূর করা কর্ত্তব্য।

জপ, তপঃ প্রভৃতি কিছুই শ্রীশ্রীহরিনামের তুল্য নহে। মহাজনগণ বলিয়াছেন:—

"যত যাগযোগের সাধন,
জপ, তপ, আরাধন,
হরিনাম-সাগরে অগাধ নীরে বুদ্বুদ যেমন ;
হরিনাম-সাগরে মগ্ন যে জন,
তার কি সাধন আরও চাই ॥"

দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি কিছুই শ্রীহরিনামের তুল্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যথা :—

ন নাম সদৃশজ্ঞানং ন নাম সদৃশব্রতম্।
ন নাম সদৃশধ্যানং ন নাম সদৃশ ফলম্ ॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশশমঃ।
ন নাম সদৃশপুণ্যং ন নাম সদৃশীগতিঃ ॥
নামৈব পরমামুক্তির্নামৈব পরমাগতিঃ।
নামৈব পরমাশান্তির্নামৈব পরমাস্থিতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমামতিঃ।
নামৈব পরমাপ্রীতি র্নামৈব পরমাস্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তো র্নামৈব প্রভুরেবচঃ।
নামৈব পরমারাধ্যো র্নামৈব পরমোগুরুঃ।

আদিপুরাণ।
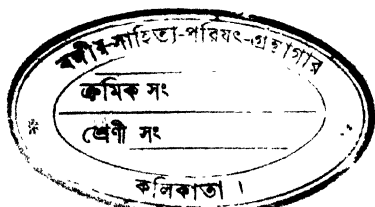
শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদঠাকুর মহোদয় রচিত

পদ্যানুবাদ যথা ঃ

"নামের সদৃশ জ্ঞান নাহিক নির্ম্মল।
নামের সদৃশব্রত নাহিক প্রবল॥
নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এজগতে।
নামের সদৃশ ফল নাহি কোনমতে॥
নামের সদৃশ জ্ঞান কোনরূপে নয়।
নামের সদৃশ শম কভু নাহি হয়॥
নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এসংসারে।
নামের সদৃশ গতি না দেখি বিচারে॥
নামই পরমমুক্তি নাম উচ্চগতি।
নামই পরমশান্তি নাম উচ্চস্থিতি॥
নামই পরমভক্তি নাম শুদ্ধস্থিতি।
নামই পরম প্রীতি নাম পরাস্মৃতি॥
নামই কারণ তত্ত্ব নাম সর্ব্বপ্রভু।
পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু॥

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি।

একমাত্র হরিনামই সংসার-মোচন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন।—

কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীহরিনামই ভবসংসার পারের তরণী ; যথা :—

ঘোর তিমির-ভবসংসারের তরী।
জয় জয় জগন্মঙ্গল নাম হরি॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির জলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

পদ্মাবলী।

একবার মাত্র যে (হরি) নাম উদয় হইলে জীবগণের অখিল পাপ বিদূরিত হয়, পাপ-তিমির-জলধির তরণীস্বরূপ সেই জগন্মঙ্গল শ্রীশ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হইতেছেন।

ফরিদপুর, কাশীমপুর-নিবাসী মহাভাগবত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিয়াছেন :—

"ভববারি তরিবারে হরিনাম তরি।
দু'বাহু তুলিয়া জীব বল হরি হরি॥"

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ।

তাই বলি :—

"হরি হরি বল ভাই নাম কর সার।
হরিনাম বিনে ভবে বন্ধু নাহি আর॥"

—•—

শ্রীশ্রীহরিনাম স্মরণ মাহাত্ম্য।

"স্মৃতে সকল কল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥"

পাণ্ডব-গীতা।

শ্রীশ্রীহরিনাম স্মরণ করিলেই সর্ব্ববিধ কল্যাণভাজন হওয়া যায়; সুতরাং আমি সেই নিত্য ও অজপুরুষ শ্রীশ্রীহরির নাম স্মরণ করিতেছি।

অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

গরুড়পুরাণ।

অপবিত্র হউক কিম্বা পবিত্রই হউক, অথবা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীশ্রীহরির নাম স্মরণ করিলেই তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচী হইয়া থাকেন।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন :—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্র নিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে নবলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাত বিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ॥

হে পিতঃ! হস্তীগণের দশন কুলিশবৎ তীক্ষ্ণ, তৎসমস্ত যখন শীর্ণ হইল, তখন উহা আমার বল নহে, মহাবিপৎপাতের সংহারকারী জনার্দ্দনের নামস্মরণ-প্রভাবই উহার কারণ।

যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুং।
তেষাং নশ্যতি তৎপাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥

কূর্ম্মপুরাণ।

কলিকালে যেসকল ব্যক্তি একবার মাত্রও আমাকে প্রভু-রূপে স্মরণ করে, পুরুষোত্তম আমাতে ভক্তিনিষ্ঠ সেই সকল ব্যক্তির দুস্তর কলির পাপসকল সদ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং॥
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তস্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরং॥

বিষ্ণুপুরাণ।

সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা, দান, জপ, ও ব্রত প্রভৃতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাপাচরণ করিলে পর, যে ব্যক্তির অনুতাপ জন্মে, এক মাত্র শ্রীহরি নাম স্মরণ করিলেই তাহার পরম প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

কশ্যপ মুনি বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপসংঘাত পঞ্জরা।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্র হতো যথা॥

পাণ্ডবগীতা।

অশনিদ্বারা আহত হইয়া পর্ব্বত যে প্রকার শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণমাত্রেই স্তূপীকৃত পাপ সকল ধ্বংশ হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্‌॥

নৃসিংহ-পুরাণ।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া যে ব্যক্তি আমাকে নিত্য স্মরণ করে, পদ্ম যেমন জল ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সেইরূপ আমিও তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা।
স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্‌ যঃ স্মরেদ্‌গরুড়ধ্বজং॥

স্কন্দপুরাণ।

যে মানব গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাকে স্বপ্নেও মহাঘোর যম-পুরী, নরক সকল ও যমরাজকে দর্শন করিতে হয় না।

অস্মাদহর্নিশং বিষ্ণু স্মরণাৎ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরম্‌ পদং॥

পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি অহর্নিশ পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরণ করেন, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া চরমে বিষ্ণুলোকে গমন করতঃ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্‌।
য প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অন্তিমকালে আমার নাম স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীহরিনামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য।

নিরন্তর শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যে নরাধম সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া ভবভয়হারী শ্রীহরির পবিত্র নাম কীর্ত্তন না করে, তাহার মানবজীবন পশুজীবনের তুল্য। যথা :—

"জিহ্বাসতীদার্দ্দুরিকেবসূত-
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

যে ব্যক্তির জিহ্বা উরুগায় শ্রীহরির নামকীর্ত্তন না করে, তাহার সেই অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বা মাত্র।

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ॥
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারতঃ॥

পদ্মপুরাণ।

হে ভারত! যাঁহারা বহুজন্ম ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছেন তাঁহাদের মুখে তৎফলস্বরূপ শ্রীহরিনাম সর্ব্বদা অবস্থিত করেন।

নিরপরাধে শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নামকীর্ত্তন-কারীর ক্রমে বহুতুণ্ডের আকাঙ্ক্ষা হয়। যথাঃ—

"মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাড়য় অতিশয়।
নামে সুমাধুরী পায়্যা, ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥"

পদকল্পতরু।

পৌর্ণমাসী দেবী বলিয়াছেন :—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীং লব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যস্পৃহাং ॥
চেত-প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতি।
নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ীঃ ॥

বিদগ্ধমাধব।

বৈষ্ণবসঙ্গিনী পত্রিকার সম্পাদক, বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন দাস অধিকারী মহোদয়ের রচিত "শ্রীশ্রীগোবিন্দনামামৃতে" এই শ্লোকটীর গদ্যানুবাদ অত্যন্ত মধুর, যথা :—

"আহা, 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ না—জানি কতই অমৃতের সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন, দেখ, এই হৃদয়-মন-মাতান পীযূষভরা নাম যখন রসনায় নৃত্য করেন, তখন একটী রসনায় সে অমৃত-নির্ঝরের আর কতটুকু আস্বাদ পাওয়া যাইবে, এজন্য বহুতুণ্ড পাইবার জন্য উদ্দাম লালসা বিস্তার করে। আবার যখন শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় মাধুর্য্য স্বভাবগুণে প্রীতি অঙ্কুরিত করেন, তখন সেই শ্রুতিসুখকর শ্রীকৃষ্ণনামের গুণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে এত মধুর বোধ হয় যে, দুইটী কর্ণে আর সে শ্রবণ-পিপাসা মিটে

না, তখন অর্ব্বুদসংখ্যক কর্ণলাভের বাসনা জন্মে। আবার সেই সুরসাল শ্রীকৃষ্ণনাম যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সমুদিত হয়, তখন যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরাভূত হইয়া যায়, (১) তখন দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ বহির্ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামের সুধা-সমুদ্রে ডুবিয়া পুলকানন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠে।”

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মাস্নপনং পরং বিজয়েতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনম্॥

পদ্যাবলী।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ নামকীর্ত্তনে তদ্রূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়, ব্রহ্মবিদ্যা অসূর্য্যম্পশ্যাবধূর ন্যায় অর্থাৎ বধূ যেমন অন্তঃপুরের অন্তপুরে বাস করে, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতিনির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন সেই ব্রহ্মবিদ্যার জীবনস্বরূপ; ইহাঁর দ্বারা আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠে, ইহাঁর প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ, সুতরাং ইহাঁতেই মানুষ, রসে ডুবিয়া, আত্মহারা হইয়া যায়।

---

(১) নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন:—
“আপনি পলায় সব, শুনিয়া গোবিন্দরব,
সিংহরবে যেন করীগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥” প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগোদ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীহরির নাম ও লীলাকীর্ত্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সেই পরমপ্রিয় শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে 'অনুরাগের উদয় হয়, চিত্ত দ্রবীভূত হয়, সুতরাং তিনি উন্মত্তের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও বা নৃত্যাদি করেন; এবং বলেন যে—

"পরিবদতু জনর্যথাতথায়ং
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা সদাতিমত্তাঃ
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥"

পদ্যাবলী।

বহির্ম্মুখ (পাষণ্ড) গণ যেরূপেই পারে "মুখর" হইয়া আমাদের নিন্দা করুক, আমরা কখনও তাহা শ্রবণ করিব না, বিচার করিব না, কেবল হরি-রস-মদিরাপানে মত্ত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে গড়াগড়ি দিব, নাচিব ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব।

"নাতঃপরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকংব্রহ্ম দৃশ্যতে॥"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তরখণ্ড।

তারকব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরি নাম কীর্ত্তনের ন্যায় ত্রিলোকের মধ্যে পবিত্রের কারণ অন্য কিছুই নাই, কেবলমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন দ্বারাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

হরিনাম পরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

যে সকল লোক এই ঘোর কলিযুগে শ্রীশ্রীহরিনাম-পরায়ণ, তাঁহারাই কৃতকৃত্য, কলি কখনও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না।

কলিং সভা জয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনে নৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন, কেননা এই কলিযুগে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সকল স্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কলের্দোষ নিধেরাজন্নস্তিহ্যেকোমহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেবকৃষ্ণস্য মুক্তোবন্ধ পরংব্রজেৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে রাজন্! কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও তাহার এই একটী মহৎ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে ভববন্ধন মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃহ্নন্পুমান্।
বিমুক্ত কর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতিযক্ষ্যন্তি ন তং কলৌজনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ম্রিয়মান আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে স্খলিত হইতে হইতে বিবশ হইয়া যিনি শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, কলিকালে তাঁহার যজন করিতে দুর্ব্বুদ্ধি-লোকসকল অনিচ্ছুক হইবে, ইহাই অতিশয় দুঃখের বিষয়।

কুরুক্ষেত্রেণ কিংতস্য কিংকাশ্যা পুষ্করেণবা ॥
জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ম্ ॥

স্কন্দপুরাণ।

যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে "হরি" এই দুইটী বর্ণ বাস করিতেছেন তাহার কুরুক্ষেত্র, কাশী ও পুষ্কর তীর্থের আবশ্যক কি ?

তীর্থকোটী সহস্রাণি তীর্থ কোটী শতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্ণামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

বামন পুরাণ।

শতকোটি কি সহস্র কোটি তীর্থ ই বল শ্রীবিষ্ণুর নামানু-কীর্ত্তন প্রভাবে জীব তৎসমুদয়েরই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশে নাপিতুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ॥

বিশ্বামিত্র সংহিতা।

বহুপ্রকার ও বহুসংখ্য সুবিশ্রুত তীর্থ সমুদায় শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তনের কোটি অংশের একাংশের তুল্য নহে।

গোকোটীদানংগ্রহণে খগস্য
প্রয়াগ গঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তে র্ন সমঃশতাংশৈঃ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস।

সূর্য্যগ্রহণ সময় কোটি গোদান, প্রয়াগ গঙ্গার জলে কল্পকালবাস, অযুতযজ্ঞ ও সুমেরু পর্ব্বততুল্য সুবর্ণদান, কিছুই শ্রীশ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশেরও তুল্য নহে।

যে স্থানে শ্রীশ্রীহরির নাম কীর্ত্তন হয় সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থময়। যথা ঃ—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী,
গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণিতীর্থাণি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ॥

পাণ্ডবগীতা।

যেখানে শ্রীশ্রীহরির নামালোচনা হয় সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু ও সরস্বতী প্রভৃতি সকল তীর্থই বাস করেন; জীবগণ সেই সকল তীর্থ দর্শন, ভ্রমণ ও তর্পণাদি দ্বারা যে পুণ্য প্রাপ্ত হ'ন, কেবলমাত্র একবার শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

তপস্যা ও অন্যান্য ব্রতাদি দ্বারা পাপ বিনাশ হয় বটে, কিন্তু পাপের বীজ নষ্ট হয় না ও পাপীর হৃদয় কোনও ব্রতাদি দ্বারা শুদ্ধ হয় না; একমাত্র শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনরূপ সেবার দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে।

ঐকান্তিকং তদ্ধিকৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনপুনঃর্ধাবতিচেদ সৎপথে।
তৎকর্ম্ম নির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্ব ভাবনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনর্ব্বার অসৎ পথে ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা একেবারে পাপের মূলোৎপাটন করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান (শ্রীশ্রীহরির)

নামকীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রকার পাতক-বিনাশক ও হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবপ্রদ।

স্তেন সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজ পিতৃগোহন্তা যে চ পাতকীনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়ামতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

চৌর্য্য, মদ্যপান, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নি-গামী, স্ত্রী, রাজা, পিতা, গো এই সকলকে হত্যাকারী ও অন্যান্য যে সকল পাপ হইতে পারে, সেই সমুদয় পাপকারী ব্যক্তি হরিনামোচ্চারণ করিলেই সেই সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। কেবল যে পাপ বিনাশ হয় এমন নহে, আবার শ্রীহরি-বিষয়ে মতি দৃঢ়া হয়।

শ্রেয়ঃশ্রেয়োরসবদমলং সচ্চিদানন্দরূপং।
চিত্তাহ্লাদ মধুরং মধুরং সৎফলং ভক্তিবল্যাঃ॥
বিষ্ণোর্নামা-চরিতমমৃতং যে পিবন্তি প্রমোদা
জীবনমুক্তস্তে ইহ ন পুনর্মৃত্যু সিন্ধৌ বিশন্তি॥

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা চতুর্থ স্তবক।

সুপবিত্র অত্যুজ্জ্বল মধুর রসের ন্যায় সুনির্ম্মল সচ্চিদা-নন্দরূপ, চিত্তের আহ্লাদজনক, মধুর হইতে সুমধুর, ভক্তি-লতার সৎফল স্বরূপ শ্রীশ্রীহরিনামামৃত যাঁহারা পরমানন্দে

আস্বাদন করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া আনন্দধামে বাস করেন, তাহাদের পুনর্ব্বার কখনও এই মৃত্যুসাগরে প্রবেশ করিতে হয় না।

অতীত পুরুষসপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশঃ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনম্॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

যে ব্যক্তি কলিকালে "কৃষ্ণ" ইতি দ্বিত্র্যক্ষরসম্ভূত শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করেন তাঁহার দ্বারা অতীত সপ্ত-পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের জন্য কোনরূপ কালবিচার নাই। যথা :—

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥

বৈষ্ণবচিন্তামণি।

সংসারে দান, যজ্ঞ, স্নান এবং মন্ত্রাদির বিষয় কাল-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের জন্য কালের অপেক্ষা নাই।

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথাঃ।
নোচ্ছিষ্ঠাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীরেনহ ম্নি লুব্ধকঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্ম—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত।

শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, এবং উচ্ছিষ্টমুখেও হরিনাম কীর্ত্তন করিতে নিষেধ নাই।

নারদমুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন ঃ—

ন দেশ নিয়ম রাজন্ ন কাল নিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণুর্নামানুকীর্ত্তনে॥

শ্রীবৈষ্ণবচিন্তামণি।

হে রাজন্! শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে দেশ বা কালের কোনরূপ নিয়ম নাই, সুতরাং এজন্য কোন সন্দেহ করিবেন না।

কি বাল্য, কি পৌগণ্ড, কি কৈশোর, কি বৃদ্ধ, সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। এ জগতে যাঁহারা পরম ভাগবত বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা সকলেই বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। শুকদেব, নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জড়ভরত, চন্দ্রহংস, লোচনদাস, শ্রীশ্রীহরিদাস, শ্রীজীবগোস্বামী, ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি ভাগবতগণ বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বদা শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, আমাদেরও হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। তাই বলি—

"হেলায় রতন হারাওনা মন,
হরি হরি বল বদনে।
হরিবল—হরিবল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে॥
ঐহিকের সুখ হ'লনা বলিয়ে,
তা ব'লে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে,

যাঁর নামে যাঁর প্রেমে,
হ'লেন শুকদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী—
বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগধ্যানে ॥
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর,
অবশাঙ্গ যেদিন হইবে তোমার,
সেদিনে বদনে, যদি বল্‌তে পার নাম,
হরি পুরাবে মনস্কাম, তবে যাবি মোক্ষধাম,
তোকে লবেনা ছোবেনা শমনে ॥
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়ে সংসার,
কোথায় র'বে তোমার পুত্র পরিবার,
এ সংসার অসার, আঁখি মুদ্‌লে অন্ধকার ;
হরিপদ কর সার, যদি যাবি ভবপার,
রাখ রতি মতি হরি-চরণে ॥
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে,
হরিনাম-সুধা পিয়রে বদনে,
কলিতে তরাতে, হরিনাম ব্রহ্মময়,
যেজন জানে রে নিশ্চয়, তার কি আছে ভয়,
ভবে তরিতে পার্‌বে তুফানে ॥"

কোনও সাধু গাহিয়াছেন :—
"দেহে থাকিতে চেতন,
হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল ;—'

এ জগতে মৃত্যু কোন সময় কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। কংসরাজা দৈববাণী দ্বারা স্বীয় মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যখন অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, তখন বসুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তেবা মৃত্যুর্বৈ প্রাণীনাং ধ্রুবং॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে বীর (কংস) দেহী যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাহার জন্মের সহিত মৃত্যুরও জন্ম হইয়া থাকে। অদ্যই হউক, কিম্বা শত বৎসর অন্তেই হউক, নিশ্চয়ই যে এক দিবস প্রাণীর মৃত্যু ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জগদ্বিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত কথক ৺কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি মহোদয়ের একটী গান শুনুন ঃ—

"কার কি হবে কবে কে কবে জানে ;
পরমায়ু যায় দিনে দিনে॥
জাতি বিদ্যাকুলধন,
ইথে কত অভিমান,
এ দেহ হবে পতন,
তাই কি মনে মনে ?
করে কত আকিঞ্চন,
পাবেনি ধন কাঞ্চন ;
তাই বসে ভাবে মনে মনে॥

শ্রীহরি চরণে ভক্তি ;
ত্যজিয়া বিষয়াসক্তি,
বনিতা সহিতে যুক্তি ;
'করে কানে কানে' ?
রতিরসে বশ মন ;
রসে করে রসায়ন ;
কত সুখ মানে এ জীবনে ॥
দিনে দিনে বাড়ে আশা;
ভেঙ্গে যায় সে সুখের বাসা ;
তথাপি দুরাশা পাশ,
গলে বেঁধে টানে ?
কোথা রবে পুত্রগণ,
মুদিলে দুটী লোচন,
যেদিন পড়ে রবে ধরণী শয়নে ॥

জীবন অনিত্য। সুতরাং কখন কাহার কি হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না; এইজন্যই বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে। হরিনাম কীর্ত্তনে জাতি, কুল, ধন, মান, প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। ভক্ত কবি তুলসীদাস বাবাজী বলিয়াছেন,—

জাত্ পাত গণিরে কাঁহাহোজে বরণ বিচার।
তুলসী কহে হরি ভজন বিনে চার জাত চামার ॥

দোঁহাবলী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি শ্রীহরিভক্তিহীন, অর্থাৎ শ্রীহরির নামাদিকীর্ত্তন করেন না, তিনিই চাণ্ডালতুল্য।

শ্রীশ্রীহরিভক্তের জাতির কোন প্রভেদ নাই। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন, যথা ঃ—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভগবদ্ভক্ত দেবহুতি বলিয়াছেন ঃ—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিবাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তে পুস্ত পস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার (হরি) নাম নৃত্য করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন, এবং অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন; এইরূপ ব্যক্তি শ্বপচ-কুলোদ্ভব হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ।

ভজনের মধ্যে শ্রীশ্রীহরিনাম্ কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথা—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি। (১)
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
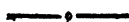
কীর্ত্তন কাহাকে কহে? ও কিরূপে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়।

কীর্ত্তন কাহাকে কহে? শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

"নামলীলাগুণাদিনা মুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শ্রীশ্রীহরির নাম, লীলা, গুণ প্রভৃতির অতি উচ্চাভাষণকেই কীর্ত্তন কহে।

---

(১) নববিধ ভক্তি যথা ঃ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ।

(ক) নামকীর্ত্তন যথা :—

"কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥

হে রাজেন্দ্র! "কৃষ্ণ" ইতি দ্বিঅক্ষরসম্ভূত নাম যে ব্যক্তির বদনে উচ্চারিত হয়, ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহার কৃত কোটী কোটী পাতক ভস্ম হইয়া যায়।

(খ) লীলকীর্ত্তন (প্রহ্লাদ) বলিয়াছেন, যথা :—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃপরদেবতায়া,
লীলকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্থিতর্ম্ম্যণু গৃণন্ গুণ বিপ্রোমুক্তো—
দুর্গাণি তে পাদযুগালয় হংসসঙ্গঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে নৃসিংহদেব! আপনি পরদেবতা হইলেও সকলের সুহৃদ্। আপনার লীলা-কথা গান করিয়া বিনাক্লেশে এই দুর্নিবার দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইব। আপনার পরম তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তগণ হংসের ন্যায় আপনার শ্রীচরণযুগলকে আলয় সদৃশ করিয়াছেন? আমি সেই ভক্তদিগের সঙ্গ লইয়া যাবতীয় বিষয় ভোগ হইতে মোচন লাভ করিব। হে প্রভো! কখনও আপনার লীলা-কথা জানিবার জন্য আমার কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না। কেন না প্রজাপতি ব্রহ্মা তৎসমুদয় পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং

সেইজন্যই আপনার লীলাকথা ভক্তগণের সম্প্রদায় মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

(গ) গুণকীর্ত্তন যথা :—

ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্যচ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভিনিরূপিতো
যদুত্তমঃ শ্লোক গুণানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

সারগ্রাহী জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণ উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনকেই জীবগণের তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রজপ, জ্ঞান ও দান প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মের ফল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

সর্ব্বদা শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণকে বলিয়াছেন :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

"হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিকালে নাম বিনে গতি নাহি আর॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে কেবল॥"
(হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে, হরে।
হরেরাম, হরেরাম, রাম, রাম, হরে হরে॥)
"প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে নাহিক বিচার॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কিরূপে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন করিতে হয়, শ্রীমহাপ্রভু তৎসম্বন্ধে স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায়কে বলিয়াছেন,—

"যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

পদ্যাবলী।

তৃণাপেক্ষা সুনীচ ও বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সর্ব্বদা শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

কখনও অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। যথা ঃ—

জাতিবিদ্যামহত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেবচ।
বর্জ্জয়েত্তু সুযত্নেন পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ॥
"জাতি, বিদ্যা, রূপ আর মহত্ব, যৌবন।
এই পঞ্চ অভিমান করিবে বর্জ্জন॥"

নিম্নলিখিত উপদেশটী মনে রাখিলে অভিমান দূর হইয়া যায়। যথা ঃ—

নাহং বিপ্রো নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো-
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নোবনস্থোযতির্বা।
কিন্তু প্রোদন্নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

পদ্যাবলী।

আমি বিপ্র নই, আমি ক্ষত্রিয় নই, আমি বৈশ্য নই, আমি শূদ্র নই, আমি ব্রহ্মচারী নই, আমি গৃহস্থ নই, আমি বানপ্রস্থী নই, আমি সন্ন্যাসী নই, উৎকট নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃত-সিন্ধুস্বরূপ গোপীপতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস। এইরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই প্রেম-লাভ হয়। যথা ঃ—

"এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি জীবগণও শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ভক্তচূড়ামণি শ্রীলপ্রভুহরিদাস সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন; কেন করিতেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া হরিনদীগ্রামনিবাসী একজন দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ শ্রীহরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ—

"ওহে হরিদাস একি ব্যবহার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা যে এই ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিদাস ডাকিয়া কহিতে।
এইত পণ্ডিত-সভা বুঝাহ ইহাতে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণেঃ—

"হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা ত জান হরিনামের মাহাত্ম্য॥
উচ্চ করি বলিলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ না কহেন শাস্ত্রে গুণ সে নির্ণয়॥
পশু, পক্ষী, কীট, আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সবে তরে॥

জপিলে সে হরিনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়া নর বিনে সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে "কৃষ্ণ নাম" হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ জন্ম ইহার নিস্তার যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ এ কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ্ বলিয়াছেন ঃ—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতন্ পুনাতি চ॥

নারদ পুরাণ।

শ্রীশ্রীহরিনাম জপকারী ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা, হরিনাম-জপকারী ব্যক্তি কেবল মাত্র আপনাকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি আপনাকে ও শ্রোতৃবৃন্দকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

সর্ব্বপাপ প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে সকল প্রকার পাপ, সকল প্রকার উপদ্রব, ও সকল প্রকার দুঃখ ক্ষয় হইয়া থাকে।

ভক্তিভাবে একবার মাত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে পরিমাণে পাপ বিনাশ হয়, পাপী ব্যক্তির এমন সাধ্য নাই যে, কখনও সেই পরিমাণে পাপ করিতে পারে। যথা :—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

পাপহরণ বিষয়ে শ্রীশ্রীহরিনামের যেরূপ শক্তি আছে, পাপী ব্যক্তির সাধ্য নাই যে, কখনও সেই পরিমাণে পাপ করিতে সমর্থ হয়।

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে॥"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বারাণসীধামে অবস্থিতিকালে "গৌড়ের রাজা". সুবুদ্ধি রায়কে পাপমোচনের জন্য বলিয়াছিলেন :—

"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
একনামাভাসে তোর পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

ভক্তচূড়ামণি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর বলরমাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতিকালে কোন একদিবস হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় অনেকানেক পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীশ্রীহরিনামের মহিমা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

"কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভে হয় তমোক্ষয়॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীহরিনামকীর্ত্তনে ত্রিতাপ বিনাশ হয়। যথা ঃ—

তন্নামকীর্ত্তনং ভূয়ঃ তাপত্রয় বিনাশনং।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, উত্তরখণ্ড।

শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক, এই তিন প্রকার তাপ (১) বিনাশ হয়।

---

(১) ত্রিতাপ যথাঃ—

পরাশর উবাচ।

কাম-ক্রোধ-ভয়দ্বেষ-লোভমোহ বিষাদজঃ।
শোকাসূয়াবমানেষ্যা মাৎসর্য্যাদি ভবস্তথাঃ॥
মানসোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপ ভবতি নৈকধা।
ইত্যেব মাদিভির্ব্ভেদৈস্তাপোহ্যাধ্যাত্মিক স্মৃতঃ॥ ১।
মৃগপক্ষীমনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃনাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ॥ ২।
শীতোষ্ণবাতবর্ষাম্বু-বিদ্যুদাদি সমুদ্ভবঃ।
তাপোদ্বিজবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ॥ ৩।

বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ।

১। হে মৈত্রেয়! কাম, ক্রোধ, ভয়দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষ্যা-মাৎসর্য্যাদি হইতে উৎপন্ন, মানস দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বহুবিধ দুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলে।

জগতে যতপ্রকার পাপ আছে, একমাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম করিলেই সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। এবং—

বর্ত্তমানস্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনম্॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

পূর্ব্বকৃত পাপ, বর্ত্তমান কালের পাপ ও যে সকল পাপ ভবিষ্যতকালে অনুষ্ঠিত হইবে, শ্রীশ্রীগোবিন্দের নাম-রূপ অগ্নিস্পর্শে অর্থাৎ (গোবিন্দনাম কীর্ত্তনে) তৎসমুদায় পাপ ভস্ম হইয়া যায়।

সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণো পরম্ পদম্॥

নন্দিপুরাণ।

সর্ব্বদা সর্ব্বকালে যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকে, শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাহারও শ্রীহরির পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।

২। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীসৃপাদি ভূতগণ হইতে মানবগণের যে দুঃখ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম আধিভৌতিক।

৩। শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজবর শ্রেষ্ঠ! তাহাকে আধিদৈবিক বলে।

পরদাররতোবাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধোমুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥
মৎস্যপুরাণ।

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রত এবং অন্যের অপকারী, শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে সে ব্যক্তিও শুদ্ধচিত্ত হইয়া মুক্তি অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরির দাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সুরাপো ব্রহ্মহাস্তেয়ী রোগী-ভগ্নব্রতোহশুচিঃ।
স্বাধ্যায় বর্জ্জিত পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ॥
অব্রতী বৃষলীভর্ত্তা কুলটী সোমবিক্রয়ীঃ।
স্তেহপি মুক্তিমবাপ্নোন্তি বিষ্ণুর্নামানুকীর্ত্তনম্॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, উত্তরখণ্ড।

সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্বর্ণাপহারী, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপভোগী, রোগী, ভগ্নব্রতী, অশুচি, বেদপাঠহীন ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপ্রকার পাপকারী পুরুষ, ব্যাধবৃত্ত্যুপজীবী পশুহিংসক, (১) প্রতারক, খল, বঞ্চক, স্বধর্ম্মত্যাগী, শূদ্রভর্ত্তাব্রাহ্মণ,

(১) পশুহিংসা মহাপাপ যথা ঃ—
"পশুহিংসা বিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা।
উক্তোরজস্তমোভ্যাংস কেবলং তমসাপিবা॥
যোমাংসং খাদতি সবৈ দুরাত্মা ব্যাধরূপকঃ।
নরকং যাতি দুষ্টাত্মা যাবদাহুত সংপ্লবম্॥
পশুহিংসা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।
জীবহিংসা নরকদা তস্মাদ্ যত্নাদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥

কুলটোপভোগী, কন্যাবিক্রয়কারী, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পাপে রত ব্যক্তিও শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

উৎসর্গকর্ত্তা যো হন্তা যোধর্ত্তা যশ্চ বিক্রয়ী।
অনুমন্তাচ পুরুষঃ সর্ব্বে নরকগামিনঃ॥
রৌরবং নরকং প্রাপ্ত পশুঘাতি কথং সুখীতি॥"

পুরাণে ও নিগমের মধ্যে যে সকল স্থানে পশুহিংসার বিধি লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বিধি রজ, তমোগুণপর কিম্বা তমোগুণ-পর বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে, সেই দুরাত্মা ব্যক্তি ব্যাধের স্বরূপ ; সে দুষ্টাত্মা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। যিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও পশুহিংসা করিবেন না। পশু-উৎসর্গ-কর্ত্তা, হননকর্ত্তা, ধারণ-কর্ত্তা, বিক্রয়কারী ও অনুমতি-প্রদাতা, এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকে যায়। পশুঘাতি ব্যক্তি কখনই সুখলাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের বর্ণিত প্রাচীন বর্হিরাজা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের বর্ণিত সুরথ রাজার বিবরণ পাঠ করুন। কোন জীবের প্রতিই হিংসা করা উচিত নহে।

হে পরীক্ষিত! (পুত্রাদির নামে) সঙ্কেতেই হউক কিম্বা পরিহাসচ্ছলেই হউক বা গীতালাপের জন্যই হউক অথবা "হরির নামে কি হয়" এইরূপ অবজ্ঞার সহিতই হউক, যে কোন প্রকারে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে সকল প্রকার পাপ বিনাশ হয়।

কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে যে একজন মহাপাপী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য যাবতীয় কর্ম্ম এবং পরিণীতা তরুণী ভার্য্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কোন শূদ্রাণী গণিকার পৈশাচিক প্রণয়াবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা ঐ বেশ্যার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে—

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষান্তু যোঽবমঃ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িত ভৃশম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ঐ অজামিলের (ঔরসে বারাঙ্গনার গর্ভে) দশটী পুত্র জন্মে ; তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ যে পুত্র তাহার নাম "নারায়ণ" রাখা হইয়াছিল। ঐ নারায়ণই পিতা মাতার (অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা) অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ অজামিল 'অব্যক্ত মধুর-বাক্যকথনশীল' "নারায়ণের" ক্রীড়া দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিতেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের পরমায়ুর অষ্টাশীতি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। "পরে—

মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ড পাশ লৈয়া।
ঘেরিল আসিয়া সবে পাপিষ্ঠ জানিয়া॥
ভয়ে নিজ পুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ।
সর্ব্ব পাপ ছুটী হৈল সংসার মোচন॥

ভক্তমালগ্রন্থ।

ম্রিয়মানোহরের্নাম গৃনন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃনন্॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ম্রিয়মাণ অজামিল পুত্রের নামচ্ছলে শ্রীশ্রীনারায়ণের নামোচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইল, যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা কি বলিব? তাঁহারা সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করেন ইহাতে সংশয় নাই।

পরিহাস ছলে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলেও ফল লাভ হয়, প্রভুপাদ শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

"তনয় নামছলে কিম্বা পরিহাস্যে কয়।
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম যদি উচ্চারয়॥
তথাপি কৃষ্ণের নামে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
পুনঃ পুনঃ ভাগবতে এই কথা কয়॥"

বৃহৎ পাষণ্ডদলন।

এক দিবস শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তহরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হরিদাস! কলিকালে অসংখ্য যবন

তাহারা অত্যন্ত দুরাচার সর্ব্বদা গো ব্রাহ্মণের হিংসা করে অতএব তাহাদের উপায় কি ?

হরিদাস কহে "প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম! হারাম! বলি ডাকে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হারাম! হারাম!
যবনের ভাগ্যে দেখ লয় সেই নাম॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দংষ্ট্রীদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃপুনঃ।
উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃশ্রদ্ধয়া গৃনন্॥

নৃসিংহপুরাণ।

কোন এক (১) ম্লেচ্ছ বরাহ কর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণা পূর্ব্বক হারাম! হারাম! বলিয়াছিল, হারাম বলিতে সম্বোধনে হা রাম! এই সঙ্কেতিত তারকব্রহ্ম শ্রীরাম নাম থাকার মহা পাপী ম্লেচ্ছও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল? সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে যে কি ফল লাভ হয় তাহা বলা যায় না।

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবেঃ।
উভয়োস্তু সমংপুণ্যং ভাবগ্রাহীজনার্দ্দনঃ॥"

(১) ম্লেচ্ছ যথা :—
গোমাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সর্ব্বাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভি ধীয়তে॥
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত:বোধায়নবচন।)

শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিবার কালে মুর্খ ব্যক্তি "বিষ্ণায় নমঃ" বলে এবং পণ্ডিত ব্যক্তি "বিষ্ণবে নমঃ" বলে, কিন্তু পুণ্য উভয়েরই সমান; কেননা জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী, তিনি কেবল শুদ্ধ ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হ'ন। (২)

(২) চণ্ডালরাজগুহক শ্রীরামচন্দ্রকে "ওরে হারে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, একদিন লক্ষ্মণ গুহকের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলেন তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন।

"কার প্রাণ নাশন করিবি ভাই শোন?
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
ও যে প্রেমে বলে "ওরে হারে"
আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই॥
"ওরে হারে" বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরেতে উহার বড় ভক্তিভাব,
লইনে আমি ধন, সাধুজনার মন জুড়াইবে,
আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে জুড়াই।
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই,
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই,
ভক্তি শূন্য নর সুধা দিলে পর, সুধাইনারে?
ভক্তজনে আমায় বিষ দিলে খাই॥"

দাসরথি রায়ের পাঁচালী॥

নমৈকং যস্যবাচি স্মরণ পথ গতং

শ্রোত্রমূলং গতংবা,

শুদ্ধংবাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং

তারয়ত্যেবসত্যম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

একবার মাত্র একটী হরিনাম যে ব্যক্তির মুখে উদয় হয়, উহা স্মরণ পথেপ্রবেশ করুক বা নাই করুক, শ্রবণ পথে প্রবেশ করুক বা নাই করুক, ব্যবধানযুক্ত হউক, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ হউক, ব্যবহিতরহিত খণ্ড উচ্চারিত হউক, সত্য সত্যই হরিনাম-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতএব প্রত্যহ বন্ধুবান্ধবগণে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করার ন্যায় সুখের বিষয় এ অবনী-মণ্ডলে অন্য কিছুই নাই।

শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ-মাহাত্ম্য।

শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ ভগবানকে লাভ করিবার একটী প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ না করে তাহার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করা বিফল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কানাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহর্ষি কপিল তাঁহার জননী দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন :—

নূনংদৈবেন বিহতা যে চাচ্যুত কথাসুধাম্।
হিত্বা শৃন্বন্ত্যসদ্‌গাথাঃ পুরীষমিববীড়ভুজঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

মাগো! অধিক আর কি বলিব বিষ্ঠাভোজী শূকর যেমন ক্ষীর খণ্ডকে অনাদর করিয়া মল গ্রহণ করে সেইরূপ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা শ্রীশ্রীহরির কথারূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া অসৎ কথা শ্রবণ করে তাহারা নিশ্চয়ই দুর্ভগা।

শ্বাবিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃসংস্তুতঃপুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত।

যাহার কর্ণে কখনও শ্রীশ্রীহরি-কথা প্রবেশ করে না তিনি পুরুষরূপী পশু, সুতরাং তাহাকে, কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দভ প্রভৃতি পশুগণ পরিহাস করিয়া থাকে।

ক্রতুমুনি মহারাজ বৃকভানুকে বলিয়াছিলেন :—

যস্য কর্ণপুটে রাজন্ ন বিশেদ্ধরি নামকং।
শবস্য কর্ণে তাবেব বিষ্টেশুদ্ধিমিত ব্রজেৎ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

হে রাজন! যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তির কর্ণ-কুহরে শ্রীশ্রীহরিনাম

প্রবিষ্ট না হয়, তাহার কর্ণ শব কর্ণের তুল্য ও অপবিত্র, ভক্তি পূর্ব্বক হরিনাম শ্রবণ করিলেই পবিত্র হইবে।

শতজন্ম তপঃপূতো জন্মেদং ভারতে ভবেৎ।
করোতি সফলং জন্ম শ্রুত্বা হরিকথামৃতম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড।

মনুষ্য শতজন্ম তপস্যাচরণে পবিত্র হইয়া এই ভারতে জন্ম গ্রহণ করে, দুর্ল্লভ শ্রীশ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করিয়াই সেই জন্ম সফল করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া এ জগতে যে কত মহাপাপীর পাপজীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, ভক্ত-চূড়ামণি হরিদাসের নিকট শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া কোন এক পাপিনী বেশ্যা উদ্ধার হইয়াছিলেন যথা ঃ—

"হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন মধ্যে কিছুদিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রিদিন তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান॥
হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥

কোনরূপে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য নাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্রে তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয় বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া।
হরিদাসের বাসা গেলা উল্লাসিত হৈয়া।
তুলসীকে নমস্কারি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া।
গোসাঞিরে নমস্কারি রহিলা দাঁড়াইয়া॥
অঙ্গ উঘারিয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমার দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমার করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সঙ্কীর্ত্তন যাবৎ আমার॥

তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকালহৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি মোর সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সহ হইবে সঙ্গমে॥
আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা আইলা।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিলা।
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমার অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুনি নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হবে মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষ খুস করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটী নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে.
এই দীক্ষা করি আছি হৈল আজি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হবে হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হইল॥

কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সহ হইবেক সঙ্গ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল ॥
পর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঁই আইল।
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরে গেল ॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥
বেশ্যা হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি করমো অধমে নিস্তার ॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি ॥
সেইদিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব ক্লেশ ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে বসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥

নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি ॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর উপদেশ লৈল।
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
মাথামুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বন উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির মূলকারণেই চিন্তামণি বেশ্যার নিকট শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা কথা শ্রবণ; শ্রীকৃষ্ণামৃত ও শ্রীলাল-দাস বাবাজী কৃত শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে পূর্ব্বকালে দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণবন্ধো নামে একটী নদী ছিল, ঐ নদীর পূর্ব্ব পারে শ্রীবিল্ব-মঙ্গল নামে একজন বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই ব্রাহ্মণ—

নদী পারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী ॥
এক দিন শ্রীবিল্বের পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি।
বেশ্যা কহে নদী পার না আসিহ ইথি ॥

শ্রীভক্তমালগ্রন্থ।

বিল্বমঙ্গল কিছুতেই চিন্তামণির নিষেধ-বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ও অশনি পতন হইতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মণ চিন্তামণির সঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্ত হইলেন। 'কিরূপে চিন্তামণির নিকট যাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া নদীর তীরে উপনীত হইলেন। তখন—

নৌকা নাহি নদী পার যাইতে না পারে।
মৃতকে ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে॥
বেশ্যাদ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তায়।
প্রবেশিতে নারে তবু মহা চেষ্টা পায়॥
সেইকালে দেখে ভিত্তি গর্ত্তের ভিতরে।
কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

তখন শ্রীবিল্বমঙ্গল রজ্জুজ্ঞানে ঐ অহিপুচ্ছ ধারণ করতঃ প্রাচীরোপরি উত্থিত হইয়া লম্ফদানে চিন্তামণির আঙ্গিনায় পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বেশ্যাগণ ব্রাহ্মণের পতনশব্দ শ্রবণ করিয়া প্রদীপ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলে ধরাধরি করিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গলকে গৃহে লইয়া গেলেন, ব্রাহ্মণের অঙ্গে দুর্গন্ধি ক্লেদ দর্শন করিয়া চিন্তামণি শ্রীবিল্বমঙ্গলকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল চিন্তামণির নিকট আদ্যোপান্ত সকল কথাই বলিলেন, তখন ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তামণি বলিতে লাগিলেন—

আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত।
তাতে তুমি ব্রাহ্মণ মোতে ক্রিয়া অনুচিত॥
এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ এক ভাগ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি না হৈত চতুর্ব্বর্গ(১) সেবা সার॥
চিন্তামণি বেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সৌখ্য॥
রাত্রি কৃষ্ণলীলা গানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

চিন্তামণির তিরস্কার ক্রমে ক্রমে বিল্বমঙ্গলের পুরস্কার হইল। বিল্বমঙ্গল আর সে বিল্বমঙ্গল নাই, তখনই তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল, তিনি সোমগিরি নামক(২) একজন সাধুর নিকট শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য উন্মত্ত হইলেন; সমস্ত বিষয়বাসনাকে চিরদিনের নিমিত্ত হৃদয় হইতে বিদায় দিয়া, অনশনে, অনিদ্রায় দীনাতিদীন কাঙ্গালের বেশে তৃণাপেক্ষা সুনীচ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন—

ভকতবৎসল হরি দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া॥
রৌদ্রে কেনে বসি ভাব ভোখে কেন রহ।
ছায়াতে আসিয়া বস আহার করহ॥

(১) চতুর্ব্বর্গ যথা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।
(২) "চিন্তামণির্জয়তি সোম গিরির্গুরুর্মে" শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

তেহো কহে অন্ধ মুই দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি যাই॥
শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আমি গোপনন্দন, জননী তোমার আহারের জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভগবানের এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে ও শ্রীঅঙ্গের সদ্গন্ধে বিল্বমঙ্গল বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার জন্য খাদ্য সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন তখন ভগবানের কর ধরিবার জন্য ব্রাহ্মণের একান্ত ইচ্ছা হইল। বিল্বমঙ্গল কহিলেন—হে গোপনন্দন! আমি অন্ধ, অতএব তুমি আমার কর ধারণ করিয়া বৃক্ষতলে লইয়া চল, আমি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ক্লান্তি দূর করিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন করিব। ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান হস্ত বাড়াইয়া ব্রাহ্মণের কর ধারণ করিলেন, বিল্বমঙ্গলও সজোরে ভগবানের হস্ত ধারণ করিলেন ব্রাহ্মণের মনের বাসনা যে, তিনি কিছুতেই ভগবানের হস্ত ছাড়িয়া দিবেন না, কিন্তু অখিল ব্রহ্মাণ্ড যে ভগবানের করতলে, কোন্ ব্যক্তির এমন সাধ্য আছে যে, তাঁহাকে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিতে পারে? ভগবান্ অমান ব্রাহ্মণের হস্ত উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন বিল্বমঙ্গল ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন:—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥
শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত তৃতীয় শতক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন বিরচিত এই শ্লোকটীর পদ্যানুবাদ অত্যন্ত মধুর যথা:—

জোরে ছাড়াইয়া হাত চলিলে হে হরি।
যাও যাও ইথে তব নাহি বাহাদুরী॥
হৃদয় হইতে মোর যদি যেতে পার।
তবেই জানিব তুমি কত জোর ধর॥

কবিবচন সুধা॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিল্বমঙ্গলের অনতিদূরে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে লাগিলেন, এবং বারংবার ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে, বিল্বমঙ্গল কিছুতেই ভোজন করিতে স্বীকার করিলেন না। ভগবানের ত্রিভঙ্গ মুরতি দেখিতে তাঁহার একান্ত বাসনা হইল, ভগবান কতরূপ প্রলোভন দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে বিষয়ের দ্বারা ভুলাইতে চাহিলেন; কিন্তু "মধুকর মধু পেলে চাহে কি সে জল পানে।" বিল্বমঙ্গলের সকল বিষয় বাসনা দূর হইয়া গিয়াছে, আর কি সে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষ্ঠায় বিমোহিত হয়? ভগবান্ বিষয় দ্বারা ব্রাহ্মণকে ভুলাইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার অন্ধনেত্র দুটী দান করিলেন, এবং ত্রিভঙ্গ মূরতি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, ভগবানের উনবিংশতি চিহ্নযুক্ত(১) শ্রীপাদপদ্ম দর্শন

---

(১) উনবিংশতি চিহ্ন এই, (শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন)
"চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোন ধনুষী
খং গোস্পদং প্রোষ্ঠিকাং,
শঙ্খং সব্য পদেহথ দক্ষিণ পদে
ত্রিকোনাষ্টকং স্বস্তিকং।

করিয়া ব্রাহ্মণের জীবন সার্থক হইল, ব্রাহ্মণ হরি প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন।

পরম করুণাময় ভগবান্ প্রত্যহ আহারের সময় বিল্বমঙ্গলকে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিলেন। অতঃপর এক দিবস—

"দৈব যোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যা নামা,
কৃষ্ণ কৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণ প্রেমাবেশ ধরে,
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী ॥
সুবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, বর্ত্মোদ্দেশী গুরুভাবে,
প্রণমিলা বহু ভক্তি নীতে ॥

চক্রং ছত্র যবাঙ্কুশাংধ্বজপবী
জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজান্।
বিভ্রানং হরি মুনবিংশতিমহা
লক্ষ্মাশ্রিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥"

শ্রীরূপচিন্তামণি।

বামপদে-অর্দ্ধচন্দ্র ১ কলস ২ ত্রিকোণ ৩ ধনু ৪ আকাশ ৫ গোষ্পদ ৬ পুঁটীমৎস্য ৭ শঙ্খ ৮ দক্ষিণপদে অষ্ট কোণ ৯ স্বস্তিক ১০ চক্র ১১ ছত্র ১২ যব ১৩ অঙ্কুশ ১৪ ধ্বজ ১৫ বজ্র ১৬ জম্বুফল ১৭ উর্দ্ধরেখা ১৮ পদ্ম ১৯। এই ঊনবিংশতি চিহ্না-শ্রিত চরণযুগল ধারণ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভজনা করি।

কৃষ্ণদত্ত অন্ন দোনা, মিষ্টান্ন পক্কান্ন নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি।
চিন্তামণি কহে মুই, খাইতে তোমার ঠাঁই,
নাহি আইনু অন্ন হরি হরি॥
কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগৎ শোধিতে পার হেলে।
শরণ লইনু মুই, আর কিছু নাহি চাই,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে॥
এত কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিন্ধু,
আনন্দে মগন হৈল গিয়া॥
আশ্বাসে বহু বেড়ি, কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন।
এত কহি কৃষ্ণ স্থানে, সটে পটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা দৃঢ় পণ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত অনুগ্রহ ভারি,
দুই ভক্তে দিলা দরশন।
অহো! কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্য লতা,
দু'জনার একই সমান॥"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ করিলে জীবগণের সকল প্রকার পাপ বিদুরিত হয়; মহারাজ পরীক্ষিত বলিয়াছেন:—

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানং ভাব সরোরুহম্।
ধুনোতি সমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

শরৎ ঋতু যেরূপ সকল জলের মলিনত্ব দূর করিয়া থাকেন, নামরূপী শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ কর্ণ বিবর দ্বারা ভক্তের ভাবপূর্ণ হৃদপদ্মে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় পাপ, তাপ, শোক ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মলিনতা প্রভৃতি দূর করেন।

মধুমাখা শ্রীশ্রীহরি নাম শ্রবণ করিতে করিতে পাপ, তাপ, অবিদ্যা প্রভৃতি দূর হইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠা হইতে থাকে, নিষ্ঠা যতই বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে হরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মননে রুচি জন্মে। যতই রুচি বৃদ্ধি পায় ততই আশক্তির উদয় হয়, আশক্তি হইতে ভাব(১) ও ভাব হইতে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। যথা:—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃস্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
তথাশক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রম॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সৎসঙ্গ, তাহা হইতে ভজন ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি, সেই অনর্থ নিবৃত্তি হইতে নিষ্ঠা (অর্থাৎ ভগবৎ পদে চিত্ত একাগ্র হয়, চিত্তের একাগ্রতা হইতেই তাঁহার মধুরতা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইতে থাকে এবং শ্রীশ্রীহরি নাম

---

(১) প্রেমস্ত প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে। ভ, র, সি,

কীর্ত্তন শ্রবণ ও মননাদিতে রুচি হয়, রুচি হইতে আশক্তি হয়, আশক্তি হইতে ভাব হয় ও ভাব হইতে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীশ্রীহরি নাম শ্রবণ করিতে করিতে নারদের হৃদয়ে হরিপ্রেমের উদয় হইয়াছিল, হরিনাম শ্রবণ করিলে কি ফল লাভ হয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় নারদমুনি ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন :—

"অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চ ন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালকএব যোগীনাম্
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্ব্বিবিক্ষতাম্॥
তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা
মনুগ্রহেণা শৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥"

হে মুনে! আমি পূর্ব্বজন্মে পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণের কোন এক দাসীর গর্ভে জন্ম ধারণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালাগমনে যোগীগণ যখন চাতুর্ম্মাস্য ব্রতোপলক্ষে সকলে একত্রিত হইয়া একস্থানে বাস করিতেন, তখন অতিশয় বালক হইলেও একাগ্র চিত্তে তাঁহাদিগের সেবা করিতাম, ঋষিগণ প্রত্যহ সেই স্থানে শ্রীশ্রীহরির মনপ্রাণহারী লীলা গুণ গান করিতেন, আমি ঋষি-গণের অনুগ্রহে নিয়মে সেই সকল (হরি) কথা শুনিতে পাই-তাম, অতি শ্রদ্ধার সহিত সেই কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে পরম করুণাময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার রতি জন্মিল।

মহাপাপী জগাই মাধাইও সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন ; যথা ঃ—

"একদিন গৌরচন্দ্র কহে হর্ষ হৈয়া।
উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া॥
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গে।
কৃষ্ণনাম উপদেশ করি করে রঙ্গে॥
পড়ুয়া অধম মিলি নিন্দয়ে সবাই।
যাইতে কহিল যথা জগাই মাধাই॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর।

অনন্তর নিত্যানন্দ, হরিদাস, মুরারী, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুইজন।
মহা ক্রোধে দুই ভাই অরুণ নয়ন॥
সন্ন্যাসী আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
ধর ধর বলি দোঁহে ধরিবারে [illegible]॥
ধাইয়া আইসে পাছে [illegible]।
মহাভয় পাই দুই প্রভু [illegible]॥"

[illegible] চৈতন্যভাগবত।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণ ভয়ে দৌড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু এক দিবস, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, গদাধর, শ্রীনিবাস, মুরারী, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জগাই মাধাইর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দুরাত্মা জগাই মাধাই সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করতঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মারিবার জন্য—

"ক্রোধে দুই ভাই ধায়, হাতে করি দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ এক খণ্ড॥
কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে রোখে।
নির্ভরে বাজিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥
নির্ভরে বাজিল কাণা রক্ত পড়ে ধারে।
দেখি সর্ব্ব নিজ গণ হাহাকার করে॥
দেখিয়া ঠাকুর চিত্তে বড় পাই দুঃখ।
ডাকিয়া কহিল সেই পাপিষ্ঠ সম্মুখ॥
তোমার দোঁহার ধিক্ দুরাচার নাহি।
পাপ বলি যার নাম সঞ্চারয়ে মহী॥
সকল করিলা মাত্র নাহি কর এক।
এখানে করিলে সেই দেখ পরতেক॥
ইহা বলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে।
আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে॥
নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ব।
ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত॥

পৃথিবীর অমঙ্গল জানি পাছে হয়।
মস্তকে বাঁধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয়॥
ক্রোধ করি সুদর্শনে ডাকে গৌর হরি।
দাণ্ডাইল সুদর্শন করযোড় করি॥
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর।
জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কুমার॥
প্রভু বলে জগাই মাধাইরে সংহার।
নিত্যানন্দে মারি ব্যথা দিলেক অন্তর॥
শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই মাধাই পানে চলিলা ধাইয়া॥
দেখিলেন জগাই মাধাই সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসিত মন॥
সুদর্শন দেখি নিত্যানন্দ প্রভু হাসে।
কি করিলা ভগবান ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীনহীন পতিত পামর দুষ্টজন॥
জগাই মাধাই তার দীনবন্ধু হব।
পতিতপাবন নামের গরিমা রাখিব॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া।
কহিলেন প্রভু পদে বিনয় করিয়া॥
এ দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দান।
পতিত পাবন নাম থাকুক ব্যাখ্যান॥

আর আর যুগে দৈত্য করিলা সংহার।
সশরীরে এই দুই করহ উদ্ধার॥
শুনি নিত্যানন্দবাণী প্রভু দয়াময়।
বলে ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণী তনয়॥
তোর বশ মুঁই হও সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে॥
একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি।
সেজন পবিত্র হৈল সে লোক আমারি॥
ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ জন লৈয়া।
জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া॥
মহা প্রভুর দরশন সঙ্কীর্ত্তন শব্দে।
বিস্মিত হইয়া রহে চাহে এক স্তব্ধে॥
মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর।
বিচার করয় মহা প্রভুর উত্তর॥
হেন পাপ নাহি যাহা মুই নাহি করোঁ।
যাহা নাহি কর তাহা সন্ন্যাসীরে মার॥
গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নির্ম্মল।
দেখ দেখ মহা প্রভুর করুণার বল॥
কাতর হইয়া দোঁহে ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে॥
মহা প্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত।
ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত॥

নিজ জন মেলি প্রভু বসিয়াছে ঘরে।
"কে মোরে ডাকয় দেখ বাহির দুয়ারে॥"
এখানে আমার ঠাঁই আনহ মুরারী।
আজ্ঞা পাইয়া দোঁহারে আনিলা কোলে করি॥
প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে।
চরণে পড়িয়া ভূমি দুই ভাই কান্দে॥
পতিত পাবন তুমি করুণার সিন্ধু।
সর্ব্ব লোকনাথ যে বিশেষ দীনবন্ধু॥
করুণা-সাগর প্রভু সদয় হৃদয়।
আর্ত্তজন আর্ত্তি দেখি তখনি দ্রবয়॥
তুলিয়া পুছিল শুন জগাই মাধাই।
কি কারণে কান্দ কেনে এলে মোর ঠাঁই॥
নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর দুইজন।
চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন॥
এ বোল শুনিয়া বোলে জগাই মাধাই।
তোমার কৃপায় মোরা আইনু তোর ঠাঁই॥
গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি কত।
লেখা জোখা নাহি নর বধ কৈনু কত॥
ধিক্ যাউক আমার নদীয়ার ঠাকুরাল।
গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার॥
ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী আদি করি কাহুরে না ছাড়ি॥

হিংসা বহি নাহি করি নদীয়ার লোকে।
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম নাহি বাসোঁ মোকে॥
তোর ঠাঁই আমি ছার আর কিবা বলি।
যত পাপ কৈনু তত শিরে নাহি ছলি॥
অজামিল নামে পাপী বোলে সর্ব্বজন।
আমায় অধিক নহে কহিল বচন॥
নিস্তার করিল তারে নাম নারায়ণে।
আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে॥
আমার নিস্তার নাহি মো জান আপনা।
আমারে কি গুণে তুমি করিবে করুণা॥
এতেক কাতর বাণী শুনিয়া ঠাকুর।
অকৈতব শুনি দয়া বাড়িল প্রচুর॥
আর্ত্তিজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি।
করুণা বিগ্রহ আর দয়াময় মুর্ত্তি॥
করুণা সাগর করি করুণা প্রকাশ।
করে ধরি লয়ে গেলা জাহ্নবীর পাশ॥
ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক।
প্রেম প্রকাশয় প্রভু অতি অপরূপ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া রহে।
সবা বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে॥
তোর পাপ পরিগ্রহ করিব আমি।
আপনে আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি॥

ইহা বলি হাত পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে ॥
দয়া করি কহে পুন গৌর ভগবান্।
জগাই মাধাই তোরা পাপ দেরে দান ॥
জগাই মাধাই বলে শুন প্রভু তুমি।
আমার কতেক পাপ লিখিতে না জানি ॥
আমি মহাধমাধম পাপ মহা পাপ।
তোমার পাপ দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপ ॥
এ বোল শুনিয়া আঁখি করে ছল ছল।
মেঘের গম্ভীর নাদে বলে হরিবল ॥
পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে।
জগাই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে ॥
চৌদিকে ভেল ধ্বনি হরি হরিবোল।
জগাই মাধাই বলি প্রভু দেই কোল ॥
নিস্তারিলা দুই ভাই জগাই মাধাই।
এ হেন পাতকী যারে পরশিতে নাই ॥"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড।

এ জগতে আমরা যত জগাই মাধাই আছি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলেই উদ্ধার হইয়া যাইব। কেননা—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

পাপহরণ বিষয়ে শ্রীশ্রীহরিনামের যেরূপ শক্তি আছে, পাপী ব্যক্তির এমন সাধ্য নাই যে কখনও সেই পরিমাণে পাপ করিতে সমর্থ হয়।

"ইচ্ছায়ই হউক অনিচ্ছায়ই হউক, মাদক দ্রব্য কিঞ্চিন্মাত্র পান করিলে মদ্যপায়ি-ব্যক্তি যেমন নেশায় অস্থির হইয়া পড়ে, অবশেষে ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রমাগত শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে 'মহাপাষণ্ড-ব্যক্তিরও' সকল প্রকার পাপ তাপ বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভক্ত তখন যাবতীয় বিষয়বাসনাকে হৃদয় হইতে বিদায় দিয়া শ্রীশ্রীহরিনামরসে নিমগ্ন হ'ন।"

শ্রীশ্রীহরিনাম জপ মাহাত্ম্য।

জপ কাহাকে বলে? শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন:—

"মন্ত্রস্য সুলঘুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।"

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

যাহা অন্য কোন ব্যক্তি শুনিতে না পায়, এইরূপ অনুচ্চ রবে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে জপ কহে।

জপ তিন প্রকার যথা:—

"ত্রিবিধো জপ যজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদান্নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধামতাঃ॥"

নৃসিংহ পুরাণ।

১। বাচিক। ২। উপাংশু। ৩ মানস।

(১) বাচিক জপ যথা :—

ত্রয়ানাং জপ যজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ।
যদুচ্চ নীচস্বরিতৈঃ স্পষ্ট শব্দ বদক্ষরৈঃ॥
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞ স বাচিকঃ॥

নৃসিংহ পুরাণ।

এই ত্রিবিধ জপ যজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উচ্চ নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত) নামক স্বরযোগে পরিষ্কৃত বর্ণ দ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে তাহাকে বাচিক জপ বলে।

২। উপাংশু জপ যথা :—

শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্র মীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥

নৃসিংহ পুরাণ।

যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং কেবলমাত্র নিজের শ্রুতি গোচর হয়, এই ভাবে ঈষন্মাত্র যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহাকে উপাংশু জপ বলে।

৩। মানস জপ যথা :—

ধিয়া যদক্ষর শ্রেণ্যাবর্ণদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থ চিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তঃ মানসো জপঃ॥

নৃসিংহ পুরাণ।

নিজ বুদ্ধি যোগে একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণ এবং এক পদ হইতে অন্য পদের যে অর্থ চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে মানস জপ বলে।

জপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ঃ—

বিধি যজ্ঞাজ্জপ যজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছত গুণঃ সহস্রো মানস স্মৃতঃ॥
যে পাক যজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞ সমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপ যজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদ বিহিত যজ্ঞাদি অপেক্ষা জপ যজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ। উপাংশু জপ শত গুণ শ্রেষ্ঠ। মানস জপ সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। দেব যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, মনুষ্য যজ্ঞ ও পিতৃ যজ্ঞ, এই চারিটী মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত। ইহার সহিত দর্শ-পৌর্ণমাসাদি বেদবিহিত সমুদয় যজ্ঞ যোগ করিলেও তাহা ব্রহ্ম যজ্ঞরূপ (শ্রীশ্রীহরি নাম) জপ যজ্ঞের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে।

জপেনৈবতু সংসিদ্ধ্যে দ্ব্রহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বৈকুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

শঙ্খসংহিতা, একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি করুন কি নাই করুন একমাত্র (শ্রীশ্রীহরি নাম) জপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীহরি নাম জপের জন্য কালাকাল বিচার না থাকিলেও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের পক্ষে তিনটী সময় প্রশস্ত। যথা ঃ—

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। ২। প্রদোষ। ৩। নিশিথ।

যে সকল স্থানে ম্লেচ্ছ, হিংস্রক পশু, সর্প কিম্বা কুম্ভীরাদির ভয়, সে সকল স্থানে বসিয়া কখনও শ্রীশ্রীহরিনাম জপ করিবে না।

যে সকল স্থানে বসিয়া জপ করিতে হয়, তৎবম্বন্ধে বলা যাইতেছে। যথা :—

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থ প্রদেশা সিন্ধূনাং সঙ্গম পাবনং বনম্॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিনাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

পুণ্য ক্ষেত্র, নদীর তীর, গুহা, গিরিশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, এক কিম্বা ততোধিক নদীর মিলনস্থান, পবিত্র অরণ্য, নির্জ্জন কানন, বিল্ব-মূল, গিরিতট, দেবতা মন্দির, সমুদ্রের কূল, নিজের গৃহ অথবা যে স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেই স্থানে বসিয়াই শ্রীশ্রীহরি নাম জপ করিবে।

উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্যশক্তি জানিয়া লইয়া মন্ত্র জপ করিতে হয় যথা :—

এবং মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
অক্ষরাক্ষর সন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ॥

শিবসংহিতা পঞ্চম পটল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য (গুরুর) নিকট শনৈঃ শনৈঃ বর্ণে বর্ণে (সেই মন্ত্রের) অনুসন্ধান বিদিত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধ মনে জপ করিবে।

সদাশিব বলিয়াছেন :—

মন্ত্রার্থং মন্ত্র চৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শত লক্ষ প্রযপ্তোঽপি তস্য মন্ত্র ন সিদ্ধতি॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস।

হে পার্ব্বতি! যে সাধক মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্য শক্তি না জানে, সে ব্যক্তি শত লক্ষবার মন্ত্র জপ করিলেও জপের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

অনন্য গতয়ো মর্ত্ত্যাঃ ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নাম মাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি তেনং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

পদ্মপুরাণ।

যাহারা অনন্য গতি, নিয়ত বিষয় ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞান বৈরাগ্য বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যা শূন্য এবং সর্ব্ব ধর্ম্মত্যাগী তাহারাও যদি নিয়ত শ্রীশ্রীহরিনাম জপ করিতে থাকে তাহা হইলে অনায়াসে ধার্ম্মিকদিগেরও দুর্ল্লভ গতি লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যান্তি বিষ্ণোঃ পরংপদম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের (অর্থাৎ দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুর) অনুগ্রহে মানবগণ মন্ত্ররাজ বৈষ্ণবমন্ত্র (অর্থাৎ যে মন্ত্র জপ করিলে ভগবানকে লাভ করা যায়—বিষ্ণুমন্ত্র) জপ করিতে করিতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করতঃ অন্তে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

"এ স্থলে মন্ত্রাদির বিষয় যাহা বলা উচিত সাধকগণ তাহা সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ করিবেন।"

"কৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থ সাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং ভূপ স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ॥

পদ্মপুরাণ।

হে রাজন্! "কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থ সাধক। যিনি একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও মোক্ষ (অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি) উভয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মুনিঃ জপপরো নিত্যং দৃঢ় ভক্তিঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণুং পরমং পদম্॥

স্কন্ধপুরাণ।

যে ব্যক্তি নিজের গৃহে বসিয়া নিত্য শ্রীশ্রীভগবানের নাম ও ভগবন্মন্ত্র জপ করেন, তিনি চরমে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীহরিভজন মাহাত্ম্য।

একমাত্র শ্রীশ্রীহরির ভজনা করাই কর্ত্তব্য। হরিই 'সর্ব্ব দেবময়, সুতরাং তাঁহার ভজনা করিলেই সমুদয় দেবতা সন্তুষ্ট হ'ন। (তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং) এই জন্য পৃথক পৃথক ভাবে উপাসনা করা নিতান্ত অন্যায়।

পরম ভাগবত শ্রীল প্রভু নরোত্তমদাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,(১)
এই ভক্তি পরম কারণ ॥"

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

দৈত্যবালকগণ প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন :—

"কালী কিম্বা শিবদুর্গা যারে ইচ্ছা হয়।
ছাড়িয়া হরির নাম ভজহ তাঁহায় ॥"

শ্রীপ্রহ্লাদচরিতামৃত।

দৈত্যবালকগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ কহিলেন :—

"প্রহ্লাদ বলেন আমি না ভজিব আন।
জীবনে মরণে মোর প্রভু ভগবান ॥
শিব শিবা আদি যত দেব দেবীগণ।
একমাত্র হরি হৈতে সকলে উৎপন্ন ॥
শ্রীহরির উপাসনা করিলে শ্রদ্ধায়।
তাহাতেই সর্ব্বদেবের উপাসনা হয় ॥"

মদ্বিরচিত শ্রীপ্রহ্লাদচরিতামৃত।

যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ।

---

(১) কিন্তু তাই বলিয়া—

"অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণ মচ্যুতেজ্যাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

তরুমূলে জল সেচন করিলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখাদি তৃপ্ত হয়, প্রাণ সন্তুষ্ট হইলে যেমন সকল ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকে, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীশ্রীহরির উপাসনা করিলেই যাবতীয় দেবতার অর্চ্চনা করা হয়; সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা নিষ্ফল। অতএব—

যস্তুবিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্য মুপাসতে।
স হেম রাশি মুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥

মহাভারত।

যে ব্যক্তি মোহাবিভূত হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অধম, কেননা সে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া ধূলি গ্রহণে অভিলাষী হয়।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যদেব মুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং সমূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহল বিষম্ ॥

পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূর্খ, কেননা সে নরাধম অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল ভক্ষণ করে। অতএব কখনও শ্রীশ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করিবে না।

শ্রীখণ্ড নিবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবকবি শ্রীগোবিন্দদাস প্রথমে শক্তি

উপাসক ছিলেন। তিনি কোন এক সময় গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবী মহামায়াকে ডাকিতে লাগিলেন। যথা :—

"জীবন মরণে মাতা আর নাহি জানি।
ভব তরিবার তরে দেহ ত তরণী ॥
হেনকাল গেল অন্তে মুক্তি দেহ মোরে।
তোমা বিনা গোবিন্দেরে কৃপা কেবা করে ॥
কাতর হইয়া ডাকি কর পরিত্রাণ।
জীবন মরণে তোমা বিনে নাহি আন ॥"

প্রেমবিলাস।

এমন সময় ভগবতী স্বয়ং বলিলেন :—

"আকাশ বাণীতে দেবী কহে বার বার।
গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার ॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শাস্ত্রান্তরে—

"হেনকালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি ॥
শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দড়াইল ॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর।

অতঃপর মহাভাগবত গোবিন্দদাস, শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় নিয়োগ হইয়া গাহিয়াছিলেন :—

"ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দে রে।

দুর্লভ মানব দেহ, সাধুসঙ্গ-তরাইতে,
এ ভবসিন্ধুরে ॥
শীত আতপ, বাতবরিখত,
এ দিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ লব লাগিরে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতরে।
নলিনীদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতিরে ॥”

পদকল্পতরু।

পুঁটীয়ার মহারাজ বরেন্দ্রনারায়ণ রায় শক্তি-উপাসক ছিলেন; এক দিবস তাঁহার ভবনে অতিথিরূপে দুইজন বৈষ্ণব উপস্থিত হইলেন। মহারাজ বৈষ্ণবদ্বয়ের আহারের জন্য মহামায়ার প্রসাদ দিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণ তাহা ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করিলে মহারাজের সহিত নানারূপ তর্কবিতর্ক হইল, পরে বৈষ্ণবগণ রাজাকে বলিতে লাগিলেন :—

“আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা।
হরি বিনে উপায় নাহিক যাহ যথা ॥
হরির অধীন সব আব্রহ্ম স্থাবর।
হরি সভাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর ॥
মহারাজ তুমি যারে বলিছ ঈশ্বরী।
ত্রিগুণ আত্মিক তেঁহ হরির কিঙ্করী ॥

রজ, তম, বিষয় যে দেন সবাকার।
যে বিষয় মোহমদে ভুলিছে সংসার ॥
অতএব মহারাজ হরি বিনে গতি।
ত্রিজগতে নাহি আর কেন যে যুগতি ॥
কৃষ্ণবিনে সংসার তারণে কার শক্তি।
কদাচ না হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্র উক্তি ॥”

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

সত্ত্ব, রজ, তম, এই প্রকৃতির গুণত্রয়যুক্ত হইয়া দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য সাধনের নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি, হর, ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই তিনটী নামই ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি একমাত্র শ্রীহরির উপাসনা করিলেই মনুষ্যগণের পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় যথা :—

“দাস কহে শুন প্রভু করি নিবেদন।
আমি কোন দেবতার করি উপাসন ॥
প্রভু কহে শুন কহি শাস্ত্রের প্রমাণ।
রজ, তম, ভজি মনে ইষ্ট অপমান ॥

রাবণ, পৌণ্ড্রক, বাণ আর বৃকাসুর।
ব্রহ্মা শিব ভজি তারা শেষে দর্পচূর॥
অতএব সত্ত্ব গুণ করহ চিন্তন।
রজ, তম, করি ত্যাগ বেদের বচন॥
ভৃগু আদি মুনিগণ করিল নির্ণয়।
সত্ত্ব গুণ অবলম্বি বিষ্ণু সুনিশ্চয়॥
অতএব কর সদা কৃষ্ণ উপাসনা।
কৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিজগতে দয়াল দেখিনা॥

শ্রীরসশৈবলিনী গীতা।

ভগবতী বলিয়াছেন ঃ—

অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্ত সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটা ভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষতে জনৈঃ॥
ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ।

বৃহৎ সহস্র নাম স্তোত্র।

অহো কি আশ্চর্য্য! হায় কি কষ্ট! সর্ব্বসুখপ্রদাতা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি বিদ্যমানে মূঢ় ব্যক্তিরা সংসারে ক্লেশ ভোগ করিতেছে; যাঁহার (যে হরির) উদ্দেশে আমার স্বামী মহেশ্বর সর্ব্বদা দিগম্বর (উলঙ্গ) জটাধারী এবং অঙ্গে ভস্ম লিপ্ত করিয়া তপস্বী, ইহা সকলেই দেখিতেছেন; আমার স্বামীর অন্বেষণীয় সেই লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।

কোন দেবতাই ভগবান্ নারায়ণের সমান নহেন। যথা :—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং॥

পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সমান বলিয়া জ্ঞান করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ড।

"বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর তাঁর সম কেহ নহে।"
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি॥
ব্রহ্মা মায়াধীশ রুদ্র ঈশ যত আবৃত।
নির্গুণ শ্রীহরি সর্ব্ব শাস্ত্রের সম্মত॥

শ্রীভক্তমালগ্রন্থ।

শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন :—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা ত্বং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ।

হে পরীক্ষিত! শ্রীহরিই সাক্ষাৎ নির্গুণ, পুরুষ প্রকৃতির পর (মায়াতীত), সকলের সাক্ষী স্বরূপ, অতএব তাঁহাকে ভজনা করিলেই মানবগণ নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন :—

বদন্তি সর্ব্ব শাস্ত্রাণি কৃষ্ণঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
অবশ্যং সাত্বিকৈঃ সেব্যঃ ন শক্তি ব্রহ্ম শঙ্করঃ॥

শ্রীঅর্চ্চনামৃত সাগর।

সর্ব্ব শাস্ত্রই বলিতেছেন যে, সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সাত্ত্বিক মানবগণের একমাত্র সেব্য। প্রাকৃতা শক্তি, সত্ত্ব-রজঃ-তম-গুণাত্মক ব্রহ্মা কি শিব কেহই সাত্ত্বিক মানবগণের সেব্য নহেন।

বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরামখাঃ।
বাসুদেবপরাযোগা বাসুদেবপরাঃক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরস্তপঃ।
বাসুদেবপরোধর্ম্মো বাসুদেবপরাগতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

বাসুদেবই পরাবেদ, বাসুদেবই পরাযজ্ঞ, বাসুদেবই পরাযোগ, বাসুদেবই পরাক্রিয়া, বাসুদেবই পরম জ্ঞান, বাসুদেবই পরম তপস্যা, বাসুদেবই পরম ধর্ম্ম, এবং বাসুদেবই পরম গতি।

ভগবতী বলিয়াছেন :—

অহো সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
জগদাদি গুরু মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষতে॥

বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্র।

অহো! সর্ব্বদেবোত্তম জগতের আদি-গুরু সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে মূর্খ ব্যক্তিরা সামান্যরূপে অর্থাৎ অন্যান্য দেবতার ন্যায় দর্শন করে।

পার্ব্বতীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে বৈষ্ণবচূড়ামণি শঙ্কর বলিয়াছিলেন :—

ন যান্তি তৎপর শ্রেয়োঃ বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
সর্ব্বভাবরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমঃ॥
তমেব তপস্যা নিত্যং ভজামি স্তৌমী চিন্তয়ে।
তেন দ্বিতীয় মহিমা জগৎ পূজ্যোস্মি পার্ব্বতি॥

বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্র।

হে পার্ব্বতি! সেই অনাদি পুরুষ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব্ব-ভাবে আশ্রয় করা (১) ব্যতীত পরমশ্রেয় লাভের উপায় নাই। সেই জন্যই আমি শিব, শ্রীহরির তপস্যা করি, সর্ব্বদা হৃদপদ্মে চিন্তা করি, এইরূপে শ্রীহরির সাধন করিতে করিতে তাহার ফলেই আমি অদ্বিতীয় মহামহিমান্বিত ও বিশ্ব পূজ্য হইয়াছি। অতএব সেই শ্রীহরির উপাসনা ভিন্ন শ্রেষ্ঠ বস্তু এ জগতে আর কিছুই নাই।

---

(১) কায়, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভগবানের উপাসনা করাকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করা বলে। মহারাজ অম্বরীষের বৃত্তান্তে এই বিষয়টী সুন্দররূপে বর্ণিত আছে যথা :—

"সবৈ মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দয়ো
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দির মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গায় দর্শনেদৃশৌ
তদ্‌ভৃত্য গাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চতৎপাদ সরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌহরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে
শির হৃষিকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চদাস্যে নতু কাম কাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়ারতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ।

শ্রী—হরিচরণ মন করহ আশ্রয়।
তা—হলে রবেনা কভু রবিসুত ভয়॥
রি—পু জয় হবে, কর শ্রীহরি স্মরণ।
নী—তিকথা এই সত্য কহে মহাজন॥
চ—ন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র বহ্নি বরুণ পবন।
র—ক্ষাকর্ত্তা হরিপদে নত সর্ব্বক্ষণ॥
ণ—হিলেকি এত কৃপা করেন শ্রীহরি।
হা—য় মোরা বৃথা কেন নরদেহ ধরি॥

মহারাজ অম্বরিষ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম চিন্তার জন্য মন, কৃষ্ণ গুণাম্বু বর্ণনে বাক্য, হরিমন্দির মার্জ্জনাদির জন্য হস্তদ্বয়, অচ্যুত কথা শ্রবণের জন্য কর্ণদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ও ভগবন্মন্দির দর্শনের জন্য চক্ষুদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের শরীর স্পর্শ করিবার জন্য অঙ্গ। কৃষ্ণ-পাদকমল-সৌরভের জন্য নাসিকা, কৃষ্ণার্পিত তুলসীযুক্ত প্রসাদান্ন ভক্ষণের জন্য রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্র ভ্রমণের জন্য চরণদ্বয়, কৃষ্ণপদাভিবন্দনের জন্য মস্তক। কামকামনা পরিত্যাগ করিয়া কামকে দাস্যে এবং কামানুগ ক্রোধ প্রভৃতিকে কৃষ্ণাশ্রিতা রতি যাহাতে হয়, সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদকৃষ্ণ গুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথাতথা॥"

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ল—ক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর যুগল চরণ।
দা—সী হয়ে প্রেমে সেবা করে সর্ব্বক্ষণ॥
র—সনায় বল সদা সেই হরিনাম।
সা—ধন করিলে পূর্ণ হবে মনস্কাম॥
কি—কারণ ওহে মন মজেছ মায়ায়।
ন—ন্দসুত শ্রীচরণ ভজ না হৃদয়॥
কো—থা রবে পুত্র কন্যা কামিনী-কাঞ্চন।
দা—রুণ কৃতান্ত যবে করিবে বন্ধন॥
ল—ও সদা হরিনাম বিরলে বসিয়া।
ধো—ন কুল রূপ বিদ্যাভিমান ত্যজিয়া॥
আ—র কেনে মায়ার মায়ায় থাক ভুলে।
উচ্চৈঃস্বরে হরি বল দুই বাহু তুলে॥

মদ্বিরচিত ধ্রুব ও প্রহ্লাদচরিতামৃত।

আসুন ভক্ত পাঠকপাঠিকাগণ, আমরা উচ্চৈঃস্বরে গগন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া একবার (শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের রচিত) সেই সুমধুর সঙ্গীতটী গান করি।

বিভাষ—কাওয়ালী।

"মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধুর পারে চল॥
হরি হরি হরি বল পাবিরে তুই মোক্ষ ফল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল ॥
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
পতিতপাবন হরি, হরি ভকতবৎসল ॥
ভক্তিরস পান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষ ফল ॥
হরি বেদ হরি বিধি, হরি তন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল ॥
পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে, কাঁপে পাপাসুরদল ॥
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল ॥
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল ॥
চিন্ময় রূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল ॥
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল ॥
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহার বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল ॥
অখণ্ড অক্ষয় হরি, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি, দেন চরণকমল ॥

সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি ইহ পরকাল ॥
হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল ॥
নয়নে দেখহ হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়কমলে ভজ, হরি চরণ কমল ॥”
“জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গল হরের্নামং।
জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গল হরের্নামং ॥”

গ্রন্থোৎপত্তি ও গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

রাধিকার কৃপাপাত্র, রাধিকা প্রসাদ দত্ত,
বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মে মন।
বৈষ্ণবের হিত লাগি, হয়ে নিজ স্বার্থ ত্যাগী,
প্রকাশ করিলা নিবেদন ॥(১)
তাহে হরিকথামৃত, পান করি অবিরত,
ভক্তগণ আনন্দে মগন।
তুষিতে বৈষ্ণব চিত্ত, শ্রীহরিনামামৃত,
বিরচিল তারিণীচরণ ॥
বৈষ্ণব চরণে ধরি, কাতরে প্রার্থনা করি,
এ দাসের জীবনান্তকালে।
শ্রীহরির ভক্ত সঙ্গে, কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে,
যায় প্রাণ রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
মিছে পুত্র পরিবার, আমি কার কে আমার,
সার বস্তু না চিনিলাম হায়।
পড়িয়া মায়ার ভ্রান্তে, না ভজিনু রাধাকান্তে,
অন্তকালে কি হবে উপায় ॥

---

(১) "নিবেদন" শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার মুখপত্র। কলিকাতা ১৮১ নং মাণিকতলা নিবাসী পরম ভাগবত ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র ভক্তিশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

হরেকৃষ্ণ হরেরাম, বল মন অবিশ্রাম,
যমের যাতনা যাবে দূরে।
নিতাই কাণ্ডারী হয়ে, হরিনামের তরি লয়ে,
বিনামূল্যে পার করিবে তোরে॥

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্ত্যা হরিনামামৃতং সদা॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস তারিণীচরণ।
নানাবিধ ভক্তি শাস্ত্র করিয়া মন্থন॥
শ্রীল ভক্তিবিনোদের পথাবলম্বনে(১)।
বিরচিল হরিনামামৃত হৃষ্ট মনে॥
নামামৃত সম গ্রন্থ নাহি ত্রিভুবনে।
যে পড়েছে সে মজেছে অন্যে নাহি জানে॥
একবার শুদ্ধভক্তিভাবে যেই জন।
শ্রীহরিনামামৃত করে অধ্যয়ন॥
কৃপা করি, তাঁরে হরি দিবে পদাশ্রয়।
কভু না রহিবে তাঁর জন্ম মৃত্যু ভয়॥
"সর্ব্বভূত ময়ং হরি" হেরিবে নয়নে।
দিবানিশি মত্ত রবে শ্রীনাম কীর্ত্তনে॥

(১) শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যপতি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা গৃহস্থ বৈষ্ণব কুলতিলক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভু কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের প্রদর্শিত পথাবলম্বনে এই শ্রীশ্রীহরিনামামৃত রচিত হইল।

পাষণ্ড তার্কিক বৈষ্ণবাভিমানি জনে।
হরিনামামৃত নাহি দিবে কদাচনে॥
মর্কটে মুক্তার ফল কভু নাহি চিনে।
দশনে চিবাইয়া ফেলে মূল্য নাহি জানে॥
পাষাণে রোপিলে বীজ অঙ্কুর না হয়।
অবৈষ্ণব হৃদে ভক্তি না হয় উদয়॥
অতএব কু-সঙ্গ ত্যজিয়া সযতনে।
হরিনামামৃত পড় বসিয়া নির্জ্জনে॥
যেই নাম সেই হরি কভু মিথ্যা নয়।
দিবানিশি নাম ভজ আনন্দ হৃদয়॥
আজকাল বলে দিন গত হয়ে এল।
মন পাজি হয়ে রাজি, হরি হরি বল॥
শ্রীচৈতন্যাব্দ চারিশত উনবিংশে।
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী পঞ্চম দিবসে॥
অতি শুভদিন নিত্যানন্দ অবতীর্ণ।
শ্রীহরিনামামৃত হইল সম্পূর্ণ॥

—:০:—

হরি ওঁ হরিঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রার্পণ মস্তু।

সম্পূর্ণম্।

৩। শ্রীরাধাবল্লভলীলামৃত।—প্রসিদ্ধ "জগন্নাথবল্লভ নাটকের সুললিত মর্ম্মানুবাদ। ভক্তমাত্রেরই প্রাণারাম। মূল্য ৷৷০ আট আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

৪। শ্রীগৌর-উপদেশামৃত।—(১ম খণ্ড) শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদ-বাক্য উপদেশাবলী বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত সুললিত প্রাঞ্জলভাষায় সংগৃহীত। মূল্য ৷৷০ আট আনা; ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

৫। শ্রীউপাসনা শিক্ষা।—রাগমার্গীয় বিশুদ্ধ উপাসনা গ্রন্থ। "সুখার্থবোধিকা" নাম্নী ভাষা টিপ্পনী সংযোজিত। মূল্য ।০ চারি আনা। ডাঃ মাঃ /০ আনা।

৬। বৈরাগ্য নির্ণয়।—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে পঞ্চবিধ বৈরাগ্য নির্ণয় এবং স্ত্রীসঙ্গী মর্কট বৈরাগীদের অপূর্ব্ব আখ্যান ও তাহার দূষণীয়তা বর্ণিত আছে। মূল্য ।০ আনা, ডাঃ /০ আনা।

৭। ভক্তের মহিমা।—জনৈক সিদ্ধভক্তের জীবন-কাহিনী। মূল্য /০ আনা।

৮। সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা।—কতকগুলি নিগূঢ় ভ[illegible]সিদ্ধান্তের সুমীমাংসা। মূল্য ৵০ আনা।

৯। বৈষ্ণবসঙ্গিনী প্রবন্ধাংশ।—১ম, হইতে ৪র্থ ব[illegible] পর্য্যন্ত শ্রীপত্রিকায় যে সমস্ত সৎপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একত্র সংগ্রহ। মূল্য ।৵০ আনা। ডাঃ মাঃ /০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—সমগ্র গ্রন্থাবলী একত্র লইলে সডাক ৩৷/০ আনাতেই প্রাপ্ত হইবেন। এক নামে ৪ সেট্ লইলে এক সেট্ বিনা মূল্যে পাইবেন। ৫ম, বর্ষের গ্রাহকগণ শ্রীপত্রিকা ও উক্ত সমগ্র গ্রন্থাবলী একত্র কেবল ৪৲ টাকাতেই প্রাপ্ত হইবেন।

ঠিকানা—

শ্রীমধুসূদনদাস অধিকারী—কার্য্যাধ্যক্ষ।
"আনন্দাশ্রম"—এলাটী পোঃ, (Elati P. O.)
হুগলী জেলা।